৭৮৬
৯২

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী
ও
আশরাফ আলী থানূবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬/৯২

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী
ও
আশরাফ আলী থানুবী

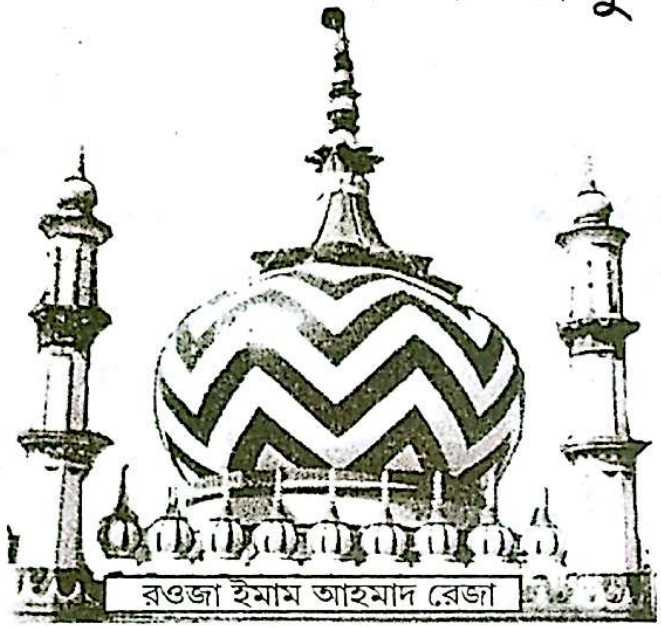

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

মোবাইল- ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

-ঃ পরিবেশনায় ঃ-

রেজবী খাযানা

ইসলামপুর কলেজ রোড জলট্যাঙ্কীর সদর গেট

ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশক-
মোহাম্মদ ওরফে ইমরান উদ্দীন রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
মোবাইল- ০৯৩৩৩৮০৪৮১৯

প্রথম সংস্করণ-২০০৯
সংখ্যা- ২০০০

বিনিময় মূল্য-২৫
pdf By Syed Mostafa Sakib
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

লেখকের সমস্ত বই পুস্তক পাইবার জন্য সরাসরি লেখকের সহিত যোগাযোগ করিবেন। বই বিক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড় রহিয়াছে।

সুন্নী ভাইগণ! নিম্নের পুস্তক গুলি ব্যাপক করিবার চেষ্টা করিবেন- সুন্নী নামাজ শিক্ষা, তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য, মাওদুদী প্রসঙ্গ, মুজাহিদে মিল্লাতের জীবনী, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জীবনী ও দাফনের পরে।

বিঃ দ্রঃ- বিনা অনুমতিতে ছাপাইলে সমস্ত ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

আমার এক অবসরে

এক শতাব্দী শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শেষ হইতেছে না দুইটি দলের অন্তর্দ্বন্দ এবং ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য। এই মনোমালিন্য ও অন্তর দ্বন্দের মুলে দুইটি মানুষের নাম চলিয়া আসিয়া থাকে সর্বাগ্রে। ইহাদের মধ্যে একজন হইলেন ইমাম আহমাদ রেজাখান বেরেলবী আলাইহির রহমাহ ও অপর জন হইলেন আশরাফ আলী থানুবী। অখণ্ড ভারতের মুসলমান এই দুই নামে দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। একাংশ ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীকে অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বলা হইয়া থাকে - বেরেলবী। আর একাংশ আশরাফ আলী থানুবীকে অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে বলা হইয়া থাকে দেওবন্দী। বেরেলবী ও দেওবন্দী উভয় জামায়াতই নিজদিগকে হানাফী বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবে বেরেলবী জামায়াতই হইল আসল হানাফী। আর দেওবন্দী জামায়াত মুখেতে হানাফী বলিয়া দাবী করিলেও মুলতঃ ইহারা ওহাবী। ইহা প্রমানের জন্য দুই দলের দলো নেতার জীবনের উপর আলোকপাত করিবার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়া আমার এক অবসরে কলম ধরিয়াছি উভয়ের জীবনাদর্শের উপরে।

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী না কোন নতুন জামায়ত কায়েম করিয়াছেন, না তাঁহার মতবাদের মধ্যে কোন নতুনত্ব রহিয়াছে, বরং তিনি ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির সাচ্চা খাদেম হইয়া হানাফী মাযহাবের খিদমাত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার লেখনী ময়দানের দিকে গভীর ভাবে লক্ষ করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া থাকে যে, তিনি হানাফী মাযহাবের চৌহদ্দীতে কড়া প্রহরা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে আশরাফ আলী থানুবীর ভূমিকা খুবই হাল্কা। ইহা প্রমানের জন্য উভয়ের জীবনাদর্শ দেখিবার প্রয়োজন। এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়া আমার এক অবসরে কলমের কাজ আরম্ভ করিয়াছি।

বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচার চলিতেছে যে, ইমাম আহমাদ রেজা খান বৃটিশ সরকারের দালালতী করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই প্রচারকে অপ-প্রচার ও ইহুদীয়ানা চক্রান্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কিন্তু হাজার হাজার মানুষ এই চক্রান্তের শিকার হইয়া যাইতেছে। ফলে একজন দ্বীনের সাচ্চা খাদেম ও মহান মুজাদ্দিদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে খারাপ ধারণা জন্মাইয়া যাইতেছে। আবার যাহারা সত্যিকারে বৃটিশ সরকারের সহযোগীতা করিয়াছে তাহাদিগকে ধোয়া তুলসী পাতা করিয়া দেখানো হইতেছে। এইজন্য ইতিহাসের আলোকে উভয়কে যাঁচাই করিবার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়া আমার এক অবসরে উভয়ের জীবন চরিত্রের উপর এক কলম লেখা আরম্ভ করিয়াছি। এই কলমে মাত্র তিনটি অধ্যায়ের উপরে লেখার কাজ সমাপ্ত করিয়া দিলাম। ইনশা আল্লাহ, আবার কোন এক অবসরে আরো কয়েকটি অধ্যায় লিখিবার আশা রাখিয়া দিলাম।

প্রথম অধ্যায়ে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ও থানুবী সাহেবের বাল্য জীবনের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃটিশ সরকার সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব কিরূপ ছিলো ও ইল্মে গায়েব সম্পর্কে উভয়ের চিন্তাধারা কেমন ছিলো দেখানো হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে উলামায়ে কিরামদিগের অভিমত।

ইতি -

গোলাম ছামদানী রেজবী

১.১.২০১০

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী

ও

আশরাফ আলী থানুবী

প্রথম অধ্যায়

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের জীবনের উপর খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হইতেছে, যাহাতে সাধারণ মানুষ সহজে উভয়কে ওজন করিতে পারে।

১০ই শাওয়াল শনিবার ১২৭২ হিজরী অনুযায়ী ১৪ই জুন, ১৮৫৬ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে বেরেলী শহরের জাসুলী মহল্লাতে জোহরের সময় ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। তাহার জন্মগত নাম ছিল মোহাম্মাদ। স্নেহময়ী মাতা 'আম্মান মিয়া' বলিয়া ডাকিতেন। পরম দাদাজান হজরত মাওলানা রেজা আলী খাঁন রহমা তুল্লাহি আলাইহি নাম রাখিয়া ছিলেন আহমাদ রেজা। (সাওয়ানেহে আলা হজরত ৯৫ পৃষ্ঠা) ইমাম আহমাদ রেজা নিজের নামের প্রথমে 'আব্দুল মুস্তফা' লিখিতেন। তিনি বলিতেন — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যদি আমার হৃৎপিন্ডকে দুই টুকরা করা হয়, তাহা হইলে খোদার কসম করিয়া বলিতেছি — একাংশের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও অপরাংশের উপর 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' লেখা থাকিবে। (তাজাল্লীয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা ২১/২২ পৃষ্ঠা)

১২৮০ হিজরী ৫ই রবীউস্‌সানী বুধবার ভোরে আশরাফ আলী থানুবী সাহেব জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন। (আশরাফুস্ সাওয়ানেহে প্রথম খন্ড ১৬ পৃষ্ঠা) মোট কথা, বয়সের দিক দিয়া থানুবী সাহেব ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর থেকে আট বৎসরের ছোট ছিলেন!

সাধারনতঃ শিশুদেব বয়স যখন চার বৎসর চার মাস চার দিন হয়, তখন কোন আলেম বা বুজর্গ ব্যাক্তির দ্বারায় 'বিসমিল্লাহ শরীফ পড়ানো হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকে। ইহাকে বলা হয় 'বিস্‌মিল্লাহখানী'। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর কত বৎসর বয়সে বিস্‌মিল্লাহখানী হইয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনীতে উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার বিসমিল্লাহ খানীর সময় একটি ঘটনা এই রূপ ঘটিয়া ছিল যে, যখন উস্তাদ তাঁহাকে 'বিসমিল্লাহির রহমা নির্রহীম' এর পর 'আলিফ' থেকে 'ইয়া' পর্যন্ত আরবী অক্ষরগুলি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং যখন 'লাম আলিফ' পড়িবার সময় আসিল, তখন তিনি বলিলেন — বলো, 'লাম আলিফ'। এই সময় তিনি 'লাম আলিফ' উচ্চারণ না করিয়া নীরব থাকিলেন। উস্তাদ সাহেব দ্বিতীয় বার বলিলেন — সাহেবজাদা! বলো, 'লাম আলিফ'। শিশু আহমাদ রেজা বলিলেন — আমি তো এই অক্ষর দুইটি পড়িয়াছি। আমি আলিফও পাঠ করিয়াছি এবং লাম্‌ও পাঠ করিয়াছি। আবার পড়িব কেন? এই বিস্‌মিল্লাহ খানীর সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহার দাদাজান হজরত মাওলানা শাহ রেজা আলী খাঁন সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলিলেন — বেটা, উস্তাদের কথা মানিয়া নাও এবং যাহা বলিতেছেন তুমি তাহা বল। তিনি এই আদেশ পালন করতঃ বলিলেন — লাম আলিফ। কিন্তু এক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে দাদা রেজা আলী খাঁনের দিকে তাকাইলেন। শাহ রেজা আলী খাঁন উপলব্ধি করিলেন যে, আহমাদ রেজার তাকানোর মধ্যে একটি প্রশ্ন লুকাইত রহিয়াছে। সে আমাকে বলিতে চাহিতেছে যে, পৃথক অক্ষরগুলির মধ্যে একটি যুক্ত শব্দ আসিল কেন? তাই তিনি শিশু আহমাদ রেজার নিকট 'লাম আলিফ' এর ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, বেটা! তোমার ধারণা সঠিক্। তবে তুমি প্রথমে যে 'আলিফ' পাঠ করিয়াছো তাহা আসলে ছিল 'হামজাহ'। আসল 'আলিফ' এখন পাঠ করিলে। কারণ আলিফ সর্বদা সাকিন হইয়া থাকে, যাহা প্রথমে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। এই জন্য 'লাম' অক্ষরটি 'আলিফ'-এর প্রথমে আনিয়া আলিফ অক্ষরটি উচ্চারণ করা হইয়াছে। শিশু আহমাদ রেজা আবার প্রশ্ন করিলেন — যদি তাই হয়, তবে আলিফ উচ্চারণের জন্য 'লাম' ছাড়া অন্য অক্ষর আনা হইলনা কেন? তাঁহার এই প্রশ্ন শুনিয়া পরম দাদা রেজা আলী আহমাদ রেজাকে বুকে লইয়া খুব দুয়া করিবার পর বলিলেন বেটা! লামও আলিফ এর মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লাম অক্ষরটি বানান করিয়া লিখিলে মাঝখানের অক্ষরটি হইবে আলিফ এবং আলিফ অক্ষরটি বানান করিয়া লিখিলে মাঝখানের অক্ষরটি হইবে- লাম। মোট কথা, লাম ছাড়া 'আলিফ' নয় এবং আলিফ ছাড়া 'লাম' নয়। এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে লাম আলিফ যুক্ত অক্ষর আনা হইয়াছে।

বিস্‌মিল্লাহ খানীর পর হইতে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর শিক্ষার জীবন আরম্ভ হইয়া যায়। তিনি মাত্র চার বৎসর বয়সে পূর্ণ কুরয়ান শরীফ দেখিয়া পাঠ করা সমাপ্ত করিয়া ছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে রবীউল আওয়াল মাসে বিশাল জনতার সামনে মীলাদ শরীফ্ পাঠ করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক উস্তাদ ছিলেন হজরত মির্যা গোলাম কাদের বেগ রহমা তুল্লাহি আলাইহি। পরবর্ত্তি কালে তাঁহার এই উস্তাদ মির্যা সাহেব তাঁহার নিকট হইতে 'হিদাইয়া' কিতাব পড়িয়া ছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার পিতা হজরত মাওলানা নাকী আলী খাঁন সাহেবের নিকট থেকে একুশটি বিদ্যায় পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি মাত্র তের বৎসর দশ মাস পাঁচ দিন বয়সে ১৪ই শাবান ১২৮৬ হিজরী অনুযায়ী ১৯শে নভেম্বর ১৮৬৯ সালে শিক্ষার জীবন থেকে অবসর লইয়াছিলেন এবং ঐ দিনে তাঁহার মস্তকে পরানো হইয়াছিল সম্মানের মহা - তাজ। তিনি যে দিন বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ মহা সম্মানের মহা পাগড়ী পাইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তিনি পরম পিতার দারুল ইফতায় - ফতওয়া প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। (সাওয়ানেহে আলা হজরত ৯৮/৯৯ পৃষ্ঠা)

১২৮৫ হিজরীতে যখন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী মুফতীর মসনদে বসিয়া দুনিয়াকে ফতওয়া প্রদান করিতেছিলেন, তখন আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। কারণ, থানুবী সাহেবের জন্ম ১২৮০ হিজরীতে। থানুবী সাহেব ১৫ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১২৯৫ হিজরীতে দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়াছিলেন এবং ১৩০১ হিজরীতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে পাশ করত বাহির হইয়া ছিলেন। (আশরাফুস সাওয়ানেহ প্রথম খন্ড ২৪ পৃষ্ঠা)

১৩০১ হিজরীতে যখন আশরাফ আলী থানুবীর বয়স একুশ বৎসর তখন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বয়স উনত্রিশ বৎসর। যখন থানুবী সাহেব

pdf By Syed Mostafa Sakib

সবে মাত্র সনদ লাভ করিয়াছেন, তখন ইমাম আহমাদ রেজা ইসলাম জগতে সূর্যের ন্যায় চমকিয়া গিয়াছেন। ইসলাম জগৎ তাঁহাকে ইমাম বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। এই সময় পর্যন্ত ইমাম আহমাদ রেজা প্রায় একশ খান কিতাব লিখিয়া দিয়াছেন। মোটকথা, থানুবী সাহেব যখন সবে মাত্র শিক্ষার জীবন শেষ করিয়াছেন, তখন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ইসলাম জগতে একজন জবরদস্ত মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, মুফতী বলিয়া মশহুর হইয়া গিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ছয় বৎসর বয়সে জানিয়া নিয়া - ছিলেন যে, বাগদাদ শরীফ ভারতের কোন দিকে। তিনি এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোন দিন বাগদাদ শরীফের দিকে পা করেন নাই। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১১৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমাদ রেজা রাদীয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জীবনের প্রথম রোজা রাখিবেন। একটি আবদ্ধ ঘরে রাখা হইয়াছিল ইফতারের বহু প্রকার খাদ্য এবং জমাইবার জন্য রাখা হইয়াছিল পায়েস। যখন বেলা দুপুর হইয়া গেল তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে হাত ধরিয়া ঐ কামরার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একটি পায়েসের পিয়ালা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন — তুমি খাইয়া নাও। তিনি বলিলেন — আমি রোজা করিতেছি! কেমন করিয়া খাইবো? বুজর্গ পিতা বলিলেন — শিশুদের রোজা এই রকম হয়। তুমি খাইয়া ফেল। দরজা বন্ধ রহিয়াছে, কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবেনা। তিনি বলিলেন — যাহার হুকুমে রোজা করিতেছি তিনি তো দেখিতে পাইতেছেন! ইহা শুনিয়া পরম পিতার চক্ষুতে অশ্রু আসিয়া যায়। (হায়াতে আ'লা হজরত) সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! ইহাই ছিল ইমাম আহমাদ রেজা রাদীয়াল্লাহু আনহুর শৈশবকাল। তিনি ১৩ বৎসর বয়সে পিতার দারুল ইফতায় মুফতীর মসনদে বসিবার সাথে সাথে পিতার ইমামাতের দায়িত্ব পর্যন্ত নিজে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এখন থানুবী সাহেবের শৈশবকাল ও তাহার তরুণ বয়সের করুণ কাহীনী শুনুন!

আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার মাতা ইন্তেকাল করেন। অতঃপর তিনি তাহার পিতার নিকট লালিত পালিত হন। (আশরাফুস্ সাওয়ানেহ প্রথমখন্ড ১৮ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

থানুবী সাহেব নিজেই বলিতেন যে, একবার আমার কি রকম বদমাইশি আসিল যে, বর্ষাকাল ছিল। কখন পানি হইয়াছে, আবার কখন পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চারপায়ী বাহিরে বিছানো ছিল। যখন পানি হইত, তখন চারপায়ী ভিতরে আনা হইত এবং পানি ছাড়িয়া গেলে বাহিরে বিছানো হইত। আম্মাজানের ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য আব্বাজান ও আমরা দুই ভাই এক সঙ্গে থাকিতাম। তিন জনের চারপায়ী পাশাপাশি বিছানো ছিল। একদিন আমি গোপনে তিনটি চারপায়ীর পায়াকে এক সঙ্গে খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া ছিলাম। সেই রাতে পানি হইতে আরম্ভ হইলে আব্বাজান যেদিক থেকে চারপায়ী টানিতে থাকেন এক সঙ্গে সবগুলি আসিতে থাকে। দড়ি খুলিবার চেষ্টা করেন কিন্তু কোন মতেই খোলেনা। কারণ, খুব মজবুত করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছি। দড়ি কাটিতে চাহিলে কিন্তু চাকু পাইয়া ছিলেননা। খুব পেরেশানীর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত খুব কষ্টের সহিত খুলিয়া ছিলেন। কিন্তু খুলিতে বিলম্ব হইবার কারণে খুব ভিজিয়া গিয়াছিলেন। (আশরাফুস্ সাওয়ানেহে প্রথম খন্ড ২০ পৃষ্ঠা)

লক্ষ্য করুন! যখন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী মাত্র তের বৎসর বয়সে পরম পিতার ইমামাতের দায়িত্ব পর্যন্ত নিজের মাথায় চাপাইয়া লইয়াছেন, তখন আশরাফ আলী থানুবী সাহেব তাহার পিতাকে কেমন পেরেশানীর মধ্যে ফেলিতেছেন।

দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মাত থানুবী সাহেব স্বয়ং বর্ণনা করিতেছেন— আমি একদিন পেশাব করিতে ছিলাম। আমার ভাই আসিয়া আমার মাথায় পেশাব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। একদিন এমন হইল যে, আমার ভাই পেশাব করিতে ছিল, আমি তাহার মাথায় পেশাব করিয়া দিলাম। হঠাৎ এই সময়ে আব্বাজান আসিয়া পড়েন। তিনি বল্লেন একি কাজ করিলে? আমি বলিলাম— আমার মাথায় একদিন পেশাব করিয়া দিয়াছিল। আমার ভাই ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া দিল। আমাকে সামান্য পেটাই হইল। কারণ, আমি কেবল দাবী করিলাম কিন্তু প্রমান করিতে পারিলাম না। মোট কথা, যে কাজ কেহ করিতে পারিত না আমরা দুই ভাই তাহাই করিতাম। (আল্ ইফাদাতুল ইয়াওমিয়া দ্বিতীয় খন্ড ৪৭৫পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব সত্তর বৎসর বয়সে ১৭ই শাওয়াল ১৩৫০ হিজরীতে ভরা মজলীসে সবার সামনে ভায়ের মাথায় মুতিবার কথা অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ইহা থেকে প্রমান হয় যে, এই সময়ে তাহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর ছিলনা। কারণ, এত কম বয়সের কথা তাহার পক্ষে মনে রাখা অসম্ভব ছিল। যেমন তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, আমার আম্মাজানের আকার আকৃতির কথা আমার পুরাপুরি স্মরণ নাই। যখন আমি খেয়াল করি, তখন কেবল এতটুকু স্মরণ আসে যে, একটি চারপায়ীর পায়ের দিকে বসিয়াছেন। কেবল এতটুকু অবস্থা আমার মনে রহিয়াছে। আর কিছু মনে নাই। কারণ, আমি খুবই ছোট ছিলাম। চার পাঁচ বৎসর বয়সে কি আর হইবে। (আশরাফুস্ সাওয়ানেহে প্রথম খন্ড ১৮ পৃষ্ঠা) সাধারণতঃ পিতা- মাতার আকার আকৃতির কথা মনে থাকে। কিন্তু থানুবী সাহেবের আম্মাজানের কথা তাহার মনে পড়ে নাই। কিন্তু ভায়ের মাথায় মুতিয়া দেওয়ার কারণে পিতার হাতে পিটুনি খাইবার কথা বৃদ্ধ বয়সে হুবাহু বর্ণনা করিয়া দেওয়া থেকে প্রমান হইতেছে যে, ঘটনাটি ছিল অনেক বড় বয়সের। মোটকথা, যখন থানুবী সাহেব বদমাইশী কাজে লিপ্ত, তখন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী জগতের কাছে একজন মহান মুফতী বলিয়া পরিচিত।

দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্তি হইবার পূর্বে আশরাফ আলী থানুবী সাহেব কুরয়ান শরীফের হাফেজ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সব সময় বদ খেয়ালী ছিলেন। থানুবী সাহেবের জীবনীকার লিখিয়াছেন — এক অন্ধ হাফেজ ছিলেন। থানুবী সাহেব বালেগ হইবার পূর্বে নফল নামাজে তাহাকে কুরয়ান শুনাইতেন। একদিন থানুবী সাহেব হাফেজ সাহেবকে বলিলেন — আমি আজ আপনাকে অমুক আয়াতে ধোকা দিব। হাফেজ সাহেব বলিলেন — তুমি আমাকে কি ধোকা দিবে! বড় বড় হাফেজরা আমাকে ধোকা দিতে পারে না। থানুবী সাহেব নামাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। রুকু করিবার পূর্বে হাফেজরা যেমন আয়াত খুব শুদ্ধভাবে কিরাত করিয়া তিলাওয়াত করে তেমনই থানুবী সাহেব — 'ইন্নামা আন্তা মুন্‌যিরুন অলি কুল্লি কওমিন হাদিন' পাঠ করিবার পর — 'আল্লাহু ইয়া লামু' আয়াত আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি 'আল্লাহ' শব্দটি এমন ভাবে পাঠ করিয়াছেন যে, যেমন রুকুতে যাইবার সময় সাধারনতঃ 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া থাকে। সূতরাং অন্ধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাফেজ রুকুর তাকবীর ধারনা করতঃ রুকুতে চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে থানুবী সাহেব কিরাত আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। হাফেজ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। ইহাতে থানুবী সাহেব 'হা হা' করিয়া হাঁসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত হাঁসির চোটে নামাজ ভাঁঙ্গিয়া দিয়াছেন। (আশরাফুস্ সাওয়ানেহে প্রথম খন্ড ২০ পৃষ্ঠা)

সুবহানাল্লাহ! যখন থানুবী সাহেব ধোকাবাজী নামাজ পড়িতেছেন, তখন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি একজন আরেফবিল্লাহ হইয়া হাজার হাজার মানুষকে মা'রেফাতের সবক প্রদান করিতেছেন। সুধী পাঠক, লক্ষ্য করুন! তাবলিগী জামায়াতের হাকীমুল উম্মাত থানুবী সাহেবের অবস্থা! নামাজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। অমুসলিমরা পর্যন্ত মুসলমানদের নামাজকে সম্মান দিয়া থাকে। রেল ষ্টেশনে অথবা ট্রেনের মধ্যে নামাজ আরম্ভ করিয়া দিলে সবাই নিরব হইয়া যায়। কিন্তু থানুবী সাহেব সিনাতে তিরিশ পারা কুরয়ান শরীফ নিয়া নামাজের মত ইবাদতকে খেলা বানাইতেছেন। অন্ধ হাফেজ গৌরব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বড় বড় হাফেজ আমাকে ধোকা দিতে পারে না। কিন্তু থানুবী সাহেবের ধোকাবাজীর কাছে তিনি হার মানিলেন। থানুবী সাহেব কেবল ধোকাবাজ নহেন বরং ধোকাবাজদের সর্দার ছিলেন। তাই তিনি হাফেজ সাহেবকে ধোকা দেওয়ার পূর্বে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল তাই নয়, কোন্ আয়াতে ধোকা দিবেন তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহার ধোকাবাজীতে কামীয়াবও হইয়াছেন। যে নামাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে, যে নামাজে দাঁড়াইয়া তন্ময় হইয়া যাইবার কথা, যে নামাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মে'রাজের তোহফা; সেই নামাজ নিয়া থানুবী সাহেব খেলা করিতেছেন। ইমামের পক্ষে মুক্তাদীর অবস্থা দেখা সম্ভব নয়। থানুবী সাহেব কেমন ইমাম যে, মুক্তাদী অন্ধ হাফেজের অবস্থা দেখিয়া যাইতেছেন। হাফেজ সাহেব রুকুতে গিয়াছেন তাহা দেখিয়াছেন, তিনি রুকু থেকে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত অট্ট হাঁসিকে কন্ট্রোল করিতে না পারিয়া নামাজ ভাঁঙ্গি য়া দিয়াছেন। তাবলিগী জামায়াত আজ এই নামাজের দাওয়াত দিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেড়াইতেছেন। জানিনা থানুবী সাহেবের জীবনীকার কেমন মেজাজের মানুষ ছিলেন! থানুবী সাহেবের জীবনের এই সমস্ত ঘটনাগুলি তাহার জীবনীতে লিখিয়া মানুষকে কি উপদেশ দিতে চাহিয়াছেন!

অবশ্য - পীর ও মুরীদের মেজাজ একই প্রকার হওয়া উচিৎ। যেমন থানুবী সাহেব তেমনই তাহার খলীফা সাহেব। দেখুন! থানুবী সাহেব আরো কি বলিতেছেন — একবার মিরাঠে মিয়াঁ ইলাহী বখ্শ সাহেবের মসজিদে সমস্ত নামাজিদের জুতা জমা করিয়া শামিয়ানার উপরে ফেঁকিয়া দিয়াছিলাম। নামাজিদের মধ্যে হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া গেল যে, জুতা কি হইল? এক ব্যক্তি বলিলেন — এই সব ঝুলছে কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। খোদার ফজল, এই সমস্ত কাজে কেহ কষ্ট দেয় নাই। ইহা সমস্ত আল্লাহর তরফ থেকে। অন্যথায় এই সমস্ত কাজে পেটাই হইয়া থাকে। (ইফাজাতুল ইয়াওমিয়া ২য় খন্ড ৪৭৫ পষ্ঠা) থানুবী সাহেব কেমন কাজ করিয়া খোদা তায়ালার মাকবুল বান্দা হইবার দাবী করিতেছেন! থানুবী সাহেবের কাহিনী কেবল এখানে শেষ নয়। নামাজীদের জুতা শামিয়ানার উপর ফিঁকিয়া দেওয়া এমন কোন মর্মাহত করিবার মত কাজ নয়। কিন্তু নিজের মামার খাবারের প্লেটে কুকুরের বাচ্চাকে ফেলিয়া দেওয়া নিশ্চয় মর্মাহত হইবার বিষয়। থানুবী সাহেব নিজেই বর্ণনা করিতেছেন — আমার মামা কাজ ছাড়িয়া গরমে খুব ক্ষুধা পিপাষায় পেরেশান হইয়া বাড়িতে আসিয়া খাবার বাহির করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাড়ীর সামনে ছিল বাজার। আমি রাস্তা থেকে একটি ছোট কুকুরের বাচ্চাকে আনিয়া তাহার ডালের পিয়ালায় রাখিয়া দিয়াছি। বেচারা রুটি ছাড়িয়া দিয়া গেলেন এবং আমাকে কিছু বলিলেন না। (ইফাদাতুল ইয়াওমিয়া ২য় খন্ড ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

এ পর্যন্ত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি ও আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের প্রথম জীবনের উপর যে সামান্য আলোকপাত করা হইল তাহাতে নিশ্চয় নিরপেক্ষ পাঠকের মধ্যে উভয়ের সম্পর্কে একই প্রকারের ধারণা জন্মাইতে পারে না। ইমাম আহমাদ রেজার বাল্যকাল ছিল কত জ্ঞান গরিমাপূর্ণ। তাঁহার শৈশবের সমস্ত অবস্থায় ছিল সমস্ত শিশুদের জন্য উপদেশ ও ইসলামী জীবন গড়িবার জন্য প্রেরণা। কিন্তু থানুবী সাহেবের বাল্য জীবন ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিশোরকাল থেকে কেহ কোন প্রকার উপদেশ নিতে পারিবেনা, বরং শুনিলে সবাই সরমে মাথা নিচু করিবে। যথা — (ক) থানুবী সাহেব নিজের পিতার চারপায়ীকে বাঁধিয়া দিয়াছেন, যাহার কারণে তাহার পিতা খুব ভিজিয়া গিয়াছেন (খ) থানুবী সাহেব ভায়ের মাথায় পেশাব করিয়া দিয়াছেন, যাহার কারণে পিতার হাতে পেটাই খাইয়াছেন (গ) থানুবী সাহেব নামাজীদের জুতাগুলি শামিয়ানার উপরে ফেঁকিয়া দিয়াছেন (ঘ) থানুবী সাহেব নামাজের মধ্যে অন্ধ হাফেজ সাহেবকে ধোকা দিয়াছেন (ঙ) থানুবী সাহেব মামার ডালের পিয়ালাতে কুকুরের বাচ্চাকে ফেলিয়া দিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী সারা জীবন ফকীর মিসকীনদের সাহায্য করিতেন; মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাহাদের কথা ভুলিয়া যান নাই। তিনি জীবনে যে সমস্ত জিনিষ পছন্দ করিতেন, সেই সমস্ত জিনিষ গরীব ফকীরদের দেওয়ার জন্য আত্মীয় স্বজনদের অসীয়ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইন্তেকালের মাত্র ২ ঘন্টা ১৭ মিনিট পূর্বে একটি অসীয়ত নামা লিখাইয়া ছিলেন। উক্ত অসীয়ত নামার ১২নং অসীয়তে বলিয়াছেন — ফাতিহার খাদ্য ধনীদের দেওয়া হইবেনা। কেবল গরীবদের দিবে। উহাও খুব যত্ন সহকারে। তিরস্কার করিয়া নয়। আসল কথা, সুন্নাতের বিপরীত যেন কোন কথা না হয়। ১৩নং অসীয়তে বলিয়াছেন — আত্মীয়দের দ্বারায় যদি সন্তুষ্ট মনে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সপ্তায় দুই তিনবার ফাতিহা করিয়া দিবে। ফাতিহাতে বাড়ীর তৈরী দুধের বরফ, মোরগের বিরানী, মোরগ পোলাও, চাই বকরীর শামী কাবাব, পরোটা এবং মালাই, ফিরনী, আদা ইত্যাদি দিয়া অড়হরের ডাল, গোস্তের কচুরী, ফলের রস, আনারের রস, সোডার বোতল, দুধের বরফ রাখিবে। যদি প্রতি দিন একই জিনিষে হয়, তাহাই করিবে অথবা যাহা সম্ভব হইবে। কিন্তু ভাল মনে। আমার লেখার কারণে বাধ্য হইয়া নয়।

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব মরিবার সময় মুরীদগণকে অসীয়ত করিয়া ছিলেন — আমি অসীয়ত করিতেছি, আমার মরণের পর ২০জন মানুষ মিলিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি প্রতি মাসে একটি করিয়া টাকা উহার (বিবি সাহেবার) জন্য দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি উহার কষ্ট হইবেনা। (তাম্বীহাতে অসীয়ত ২০ পৃষ্ঠা)

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ও আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের অসীয়ত থেকে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আসমান জমীনের ব্যবধান দেখা যাইতেছে। দেখুন! যেখানে আ'লা হজরত জীবনের শেষ মুহূর্তে ফকীরদের ফিকির করতঃ তাহাদের চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন, সেখানে আশরাফ আলী থানুবী সাহেব নিজের বিবির জিকির করতঃ মুরীদগণের উপর বোঝা চাপাইতেছেন।

জরুরী বিজ্ঞাপন ঃ —

এই সেই বালাকোটের বলী সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী। প্রথমে সাইয়েদ সাহেবের টুপীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন! গোল, না লম্বা? নিশ্চয় গোল নয়, বরং লম্বা। আবার কোন্ লম্বা তাহাও দেখুন! যে লম্বা দেওবন্দীরা ব্যবহার করিয়া থাকে সে লম্বাও নয়, বরং সেই লম্বা যাহা আমাদের দেশের ওহাবী লা মাযহাবী — তথাকথিত আহলে হাদীস সালাফী মোহাম্মাদীরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এইবার বলুন! যাহারা সাইয়েদ সিলসিলার ভক্ত হইয়া গোল টুপী ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কাহার মাথায় গোল টুপী না থাকিলে মুখ মুচড়াইয়া থাকেন, তাহারা কি গোমরাহ নয়? যাইহোক, সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর বলী হইবার বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে জানিতে হইলে আমার লেখা — সেই মহানায়ক কে? পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আশরাফ আলী থানুবী সাহেব উভয়েই ছিলেন ব্রিটিশ প্রিয়ডের মানুষ। সেই সঙ্গে ছিলেন অখন্ড ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তি। এখন আমাদের দেশে আর ব্রিটিশ সরকার নাই। ইসলামের মহা শত্রু ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া স্বদেশে পৌঁছিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ও আশরা ফ আলী থানুবী সাহেব সম্পর্কে বিতর্ক রহিয়া গিয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে ইহাদের ধারনা কি ছিল এবং ইহাদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের ধারনা কি ছিল? প্রকাশ থাকে যে, এই বিতর্কের অবসান ঘটাইতে হইলে ঐতিহাসিক আলোচনার প্রয়োজন। তাই উভয়ের জীবনের উপর ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করা হইতেছে।

ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী একজন কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী মানুষ ছিলেন। যাহা তাঁহার কথা ও কলম থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমা ন হইয়া থাকে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইতেছে। যথা —

(ক) ইমাম আহমাদ রেজা 'তাদবীরে ফালাহ অ নাজাত অ ইসলাহ' নামক কিতাব লিখিয়া ইংরেজদের আদালতে না যাইবার জন্য মূসলমানদের প্রেরণা দিয়া বলিয়াছেন — "সমস্ত বিষয়ে আপসে মিমাংসা করিয়া নেওয়া উচিৎ। আদালতে উপস্থিত হইলে অকারনে হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়া আর্থিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া পড়িবে"।

তিনি মুসলমানদের সচেতন করিবার জন্য আবার বলিয়াছেন — "যে সম্প্রদায়ের নিকটে বিচারের জন্য কুরয়ান ও হাদীস রহিয়াছে, সে সম্প্রদায় কোন দিন আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের দুশমনদের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলামকে না করিতে পারে না"।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী কেমন ব্রিটিশ বিরোধী মনভাব নিয়া চলিতেন সে সম্পর্কে তাঁহার জীবনীকার 'হায়াতে আ'লা হজরত' কিতাবে লিখিয়াছেন যে, তিনি খামের উপর টিকিট উল্টে করিয়া লাগাইতেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রানী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড্ ওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের মাথা নিচু করিয়া দেওয়া। কেবল এখানেই শেষ নয়, বরং পত্র লিখিবার সময় পোষ্টকার্ড উল্টাইয়া ঠিকানা লিখিতেন। উদ্দেশ্য হইল রানী ও রাজার মস্তক নিচু করিয়া দেওয়া।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী খামের উপর অযথা বেশি টিকিট লাগাইতে নিষেধ করিতেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, ইংরেজ সরকারকে আর্থিক দিক দিয়া মজবুত করা উচিৎ হইবেনা। সূতরাং মিরাঠের এক দ্বীনদার ধনী মানুষ হাজী আলাউদ্দীন সাহেব তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন —আপনার চিঠি আসিয়া থাকে। আপনি তাহাতে বেশি টিকিট লাগাইয়া থাকেন। কম মূল্যের টিকিটে তো পত্র আসিয়া থাকে। হাজী সাহেব উত্তর দিলেন — সাধারন চিঠি তো কম দামের টিকিটে আসিয়া থাকে। ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন— অকারনে ইংরেজ সরকারকে বেশি পয়সা দেওয়ার প্রয়োজন কি? ইহা শুনিয়া হাজী সাহেব ভবিষ্যতে বেশি টিকিট না লাগাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দেন। (হায়াতে আ'লা হজরত ১ খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)

(গ) ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পক্ষে ছিলেন না। সুতরাং তিনি বলিয়াছেন — ইংরাজী শিক্ষা করা অনর্থক সময় ব্যায় করা। উহাতে ইসলামের কোন উপকারিতা নাই। উহা কেবল এই কারনে রাখা হইয়াছে যে, শিশু উহার পিছনে পড়িয়া ইসলাম ভুলিয়া যাইবে। শিশু জানিতে পারিবেনা যে, আমরা কাহারা এবং আমাদের দ্বীন কি? (আল মুহাজ্জাতুল মু'তামিনা ফী আয়াতিল মুমতাহীনা, সংগৃহিত গুনাহে বে গুনাহী ৩৬ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী যখন যে উদ্দেশ্য নিয়া বলিয়া ছিলেন তখন তাহা ছিল খুবই সঠিক ও বাস্তব। বর্তমানে দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া যাইতেছে তাঁহার কথাগুলি। তবুও ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে এই মুহূর্তে তাঁহার কথা উদ্ধৃত করিবার কারণ হইল যে, তিনি একজন কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন দেখান।

(ঘ) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ইংরেজদের পোষাককে ঘৃনা করিয়া লিখিয়াছেন — ইংরেজদের পোষাক পরিধান করা হারাম, কঠিন হারাম। উহা পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী — হারামের কাছাকাছি। পূণরায় নামাজ পড়া অয়াজিব। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ৪৪২)

(ঙ) মুফতী বুরহানুল হক্ব জব্বলপুরী বলিয়াছেন — একদিন ইমাম আহমাদ রেজা আসরের নামাজের পর ভ্রমনের উদ্দ্যেশ্যে বাহির হইয়া ছিলেন। সেই সময় একদল সৈনিক নিজ নিজ কোয়ার্টারের দিকে যাইতে ছিল। তাহাদের দেখিয়া তিনি বলিলেন — হতভাগারা একেবারেই বাঁদর। (ইকরামে আহমাদ রেজা ৯১ পৃষ্ঠা)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ব্রিটিশ বিরোধিতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে পর পর পাঁচটি উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল। যাহা থেকে প্রত্যেক নিরপেক্ষ মানুষ সহজে সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে পারিবেন বলিয়া আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী সত্যিকারের ব্রিটিশ বিরোধী মানুষ ছিলেন। এখন ব্রিটিশদের সম্পর্কে আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের মনোভাব কি প্রকার ছিল তাহা জানিবার প্রয়োজন।

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব নিজেই বলিয়াছেন — [জনৈক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল — যদি রাজত্ব তোমাদের হইয়া যায়, তাহা হইলে ইংরেজদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? অমি বলিলাম — উহাদের অনুগত করিয়া রাখিব। তবে সেই সঙ্গেই উহাদের অত্যন্ত আরামের সহিত রাখিব। কারণ, উহারা আমাকে আরাম দিয়াছে। (ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া খন্ড ৪ পৃষ্ঠা ৬৯৭)]

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা শাবীর আহমাদ উসমানী মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন — [দেখুন! হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি আমাদের ও আপনার সর্ব সম্মত বুজর্গ ও পেশওয়া ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে কিছু মানুষকে বলিতে শোনা গিয়াছে যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মাসে ছয় শত করিয়া টাকা প্রদান করা হইত। তবে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রদান করা হইত, স্বয়ং মাওলানা থানুবী সাহেব পর্যন্ত জানিতে পারিতনা। (মুকালামাতুস্ সাদরাইন ৯ পৃষ্ঠা] এই ব্যাপারে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী বলিয়াছেন — [মাওলানা মরহুম (থানুবী) এর ভাই বড় সি, আই, ডি অফিসার হইয়া শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তাহার নাম মাজহার আলী। তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন তাহা অসম্ভব নয়। (মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম খন্ড ২ পৃষ্ঠা ২৯৯)]

সমীক্ষা

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন যূগের জবরদস্ত আলেমে দ্বীন ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন যূগের মহান মুজাদ্দিদ। কেবল দোস্ত নয়, দুশমন পর্যন্ত তাঁহার ইল্ম ও আমলের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবুও এক শ্রেণীর হিংসুক, যাহারা ইতিহাসের সামনে কলংক হইয়া রহিয়াছে তাহারা তাঁহাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে কলংক করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজার প্রতি তাহাদের এক ভিত্তিহীন অপবাদ যে, তিনি ব্রিটিশ সরকারের দালাল ছিলেন। নাউজু বিল্লাহ! হাজার হাজার বার নাউজু বিল্লাহ! মিথ্যাবাদীদের উপর 'লা'না তুল্লাহ' — আল্লাহর অভিসম্পাৎ।

ইতিহাস বলিতেছে যে, ইমাম আহমাদ রেজা একজন কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী মানুষ ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বিরোধীতা বহু দিক দিয়া হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার বিরোধীতা ছিল ইসলামিক। তিনি কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে যেমন বিরোধীতা করিবার ছিল ঠিক তেমনই বিরোধীতা করিয়া ছিলেন ব্রিটিশ সরকার কে। ইসলামের এই পরম ও চরম শত্রুদের যেমনই চিনিবার ছিল তিনি তাহাদের ঠিক তেমনই চিনিয়া ছিলেন। এই জন্য তিনি ইসলাম দুশমনদের সুচাগ্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুযোগ দিয়া ছিলেন না। তিনি মুসলিম সমাজকে শত সাবধান করিয়া ছিলেন যাহাতে তাহারা ব্রিটিশের কাছ থেকে দুর হইতে দুরে সরিয়া থাকিতে পারে।

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ইংরেজ সরকারের সর্বদিক দিয়া ঘৃনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের ভাষাকে যেমন ঘৃনা করিয়াছেন তেমন তাহাদের পোষাক কে ঘৃনা করিয়াছেন। যেমন তাহাদের চাল চলোনকে ঘৃনা করিয়াছেন তেমন তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করাকে ঘৃনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের পাদরীদের বিরুদ্ধে বহু কিতাব পত্র লিখিয়া তাহাদের জাতীয় মতবাদকে খন্ডন করিয়াছেন। মোটকথা, তিনি তাঁহার জবান ও কলমকে দুশমনে ইসলামদের জন্য সর্ব দিক দিয়া তীক্ষ্ণ তলোয়ার করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন যদি তাঁহাকে কেহ ব্রিটিশের বন্ধু বলিয়া দাবী করিয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার উপর একান্ত দায়িত্ব চলিয়া আসিবে যে, নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন একটি বিষয় প্রমান করিয়া দেওয়া। যেমন —

(ক) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ব্রিটিশ সরকারের কোন পদস্থ কর্মচারীর আমন্ত্রন গ্রহন করিয়া ছিলেন।

(খ) তিনি ব্রিটিশ সরকারের কোন পদস্থ অফিসারকে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রন করিয়া ছিলেন।

(গ) ইংরেজ সরকার তাঁহাকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করিয়াছিল।

(ঘ) ইংরেজ কোন অফিসার তাঁহার সহিত গোপনে সাক্ষাত করিত।

(ঙ) তিনি কোন দিন কোন অফিসারের বাড়িতে যাতায়াত করিয়াছেন।

(চ) তিনি কোন সময়ে পদ্যের অথবা গদ্যের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের প্রশংসা করিয়াছেন ইত্যাদি।

উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে কেহ যদি কোন একটি বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমান করিতে না পারিয়া থাকেন এবং বিনা প্রমানে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে ব্রিটিশের দালাল বা বন্ধু ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহাহইলে তিনি নিশ্চয় মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহ তায়ালার অভিশম্পাতের উপযুক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব ছিলেন দেওবন্দী দুনিয়ার একজন বড় আলেম। দেওবন্দীরা তাহাকে হাকীমুল উম্মাত বলিয়া স্মরন করিয়া থাকে। ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে তাহার অভিমত কী ছিল এবং তাহার প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব কী ছিল, সে সম্পর্কে পূর্বে প্রদান করা উদ্ধৃতিগুলি হইতে আয়নার মত পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, তিনি ছিলেন ব্রিটিশের বন্ধু ও তাহাদের নিমকখোর একান্ত দালাল। কারণ, —

(ক) তিনি দুইটি কথা পরিস্কার করিয়া দিয়াছেন যে, ব্রিটিশ সরকার তাহাকে খুব আরামের সহিত রাখিয়াছিল এবং তিনিও যথা সময়ে তাহাদের আরামে রাখিয়া দিবেন। যখন থানুবী সাহেব নিজের কথা নিজের কলমে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন তখন আর ইতিহাস খুঁজিবার প্রয়োজন নাই। বক্তা তো নিজের ব্যাপারে সঠিক কথা বলিয়া থাকে। আমার মনে হয় কেহ এই কথা বলিতে পারিবেন না যে, থানুবী সাহেব উন্মাদ অবস্থায় এই কথাগুলি বলিয়া ছিলেন।

(খ) ব্রিটিশ সরকার থানুবী সাহেবকে কি আরাম দিয়াছিল তাহা থানুবী সাহেবের ভক্তদের কথায় ও কলমে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, সরকার সুকৌশলে থানুবী সাহেবকে প্রতি মাসে ছয় শত করিয়া টাকা প্রদান করিত। থানুবী সাহেব সরকারের কোন চাকুরেদার ছিলেন না, তবুও তাহাকে সরকার নিয়মিত মাসে মাসে ছয় শত করিয়া টাকা প্রদান করিত কেন? তিনি তো তাহাদের পীর ছিলেন না যে, মুরীদ হিসাবে নজরানা প্রদান করিত! আবার নজরানা নিয়মিত হইয়া থাকেনা। এখন এই লেন দেনের মধ্যে থেকে কি ভাষিয়া আসিতেছে তাহা পাঠক একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

(গ) ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে থানুবী সাহেবকে আর্থিক সাহায্য সম্পর্কে যে উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার মত নয়। কারণ, মাওলানা শাবীর আহমাদ উসমানী সাহেব ছিলেন 'জমীয়তে উলামায়ে ইসলাম' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব ছিলেন 'জমীয়তে উলামায়ে হিন্দ' এর এক কালের সভাপতি। ইহারা দুইজনই ছিলেন থানুবী সাহেবের খুব কাছাকাছির ভক্ত মানুষ। তাই তাহারা থানুবী সাহেবকে নিজেদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুজর্গ বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন এবং অতী আদবের সহিত থানুবীর নামের পর 'রহমা তুল্লাহি আলাইহি' বলিয়াছেন। আবার তাহারা থানুবী সাহেব সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে যে কথা বলাবলি করিয়াছেন তাহা আরো পরিস্কার করিয়া দিয়াছেন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব। তাহার কথা থেকে বিষয়টি খুব পরিস্কার হইয়া সামনে আসিয়া গিয়াছে যে, মাজহার আলী নামে থানুবী সাহেবের কোন এক ভাই ব্রিটিশ সরকারের সি, আই, ডি অফিসার ছিলেন। খুবই সম্ভব তিনি ভিতর থেকে যোগাযোগ করিয়া থানুবী সাহেবকে সরকারের কাছে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

(ঘ) থানুবী সাহেব সম্পর্কে যে কিতাবগুলি থেকে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হইয়াছে সেগুলি কোন বেরেলবী আলেমের না লেখা, না ছাপা। সবই দেওবন্দী কিতাব ও দেওবন্দীদের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের কথা। এই কিতাবগুলি যদি দ্বিতীয় পক্ষের — বেরেলবী জামায়াতের কোন আলেমের লেখা হইত, অথবা তৃত্বীয় পক্ষের — কোন অমুসলিমের লেখা হইত, তাহা হইলে কাহার কিছু বলিবার থাকিত। কিন্তু এমন তিনজন আলেম সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যে, তাহাদের কথা এই মুহূর্তে দেওবন্দী দুনিয়া মন প্রাণ দিয়া মানিয়া লইতে না পারিলেও মুখেতে স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য।

(ঙ) যে যাহার খাইয়া থাকে সে তাহার গাহিয়া থাকে। নুন খাইয়া গুন না গাহিলে তাহাকে বলা হইয়া থাকে 'নিমক হারাম'। নিমক হারামকে সবাই নিন্দা করিয়া থাকে। থানুবী সাহেবকে কেহ নিমক হারাম বলিতে পারিবেনা। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের নিমক হালাল। তাই তিনি সাফ বলিয়াছেন — রাজত্ব আমাদের হাতে আসিলে তাহাদের আরামের সহিত রাখিয়া দিব। কারণ, তাহারা আমাকে আরাম দিয়াছে। এই মুহূর্তে যদি কেহ থানুবী সাহেবের সম্পর্কে সাফাই গাহিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহাহইলে তাহাকে কয়েকটি কাজের জন্য সামনে আসিতে হইবে। যথা —

(ক) থানুবী সাহেব ব্রিটিশদের সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করিয়া ছিলেন না। ইহা মিথ্যা অপবাদ মাত্র।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) আল ইফাদাতুল ইয়াউমিয়া, মুকালামাতুস্ সাদরাইন ও মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম কিতাবগুলি দেওবন্দীদের কিতাব নয়।

(গ) মাওলানা শাবীর আহমাদ উসমানী, মাওলানা হিফজুর রহমান ও মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী দেওবন্দী আলেম ছিলেন না অথবা তাহারা থানুবী সাহেবের দুশমন ছিলেন।

ইল্মে গায়েব সম্পর্কে

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী বলিয়াছেন — [ইল্মে গায়েব আল্লাহ তায়ালার জন্য খাস। অন্য কাহার জন্য সম্ভব নয়। যদি কোন ব্যক্তি ইল্মে গায়েব অন্য কাহার জন্য খোদা প্রদত্ত নয় বলিয়া প্রমান করিয়া থাকে, যদিও উহা সামান্য হইতে সামান্যতম ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইয়া থাকে, তাহাহইলে সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফের ও মুশরিক হইয়া যাইবে। (আদ্ দাওলাতুল মাক্কীয়া ১৭৮ পৃষ্ঠা, খালেসুল ই'তেক্বাদ ৯ — ১০ পৃষ্ঠা)]

[জেলা শাজাহান পুর হইতে জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর দরবারে আসিয়া বলিলেন — আমি শুনিয়াছি এবং দেওবন্দীদের কয়েক খানা কিতাবে দেখিয়াছি, আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মকে আল্লাহ তায়ালার ইল্মের সমতূল্য বলিয়া থাকেন। এ বিষয়ে আপনার ধারনা কি তাহা আপনার নিকট থেকে সরাসরি জানিবার জন্য আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন — কুরয়ানে আজীম ইহার ফায়সালা দিয়াছে - "মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত"। এ বিষয়ে আমার যাহা ধারনা তাহা আমার কিতাবগুলিতে লিখিয়া দিয়াছি। সেই কিতাবগুলি ছাপা হইয়া প্রকাশও হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যদি ইহার নাম নিশান থাকে, তাহাহইলে কেহ দেখাইয়া দিক। আমরা আহলে সুন্নাত। ইল্মে গায়েব সম্পর্কে আমাদের ধারনা ইহাই যে, আল্লাহ তায়ালা হুজুরকে ইল্মে গায়েব প্রদান করিয়াছেন। (আলমালফুজ খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৩৫, হায়াতে আ'লা হজরত খন্ড ১ পৃষ্ঠা ২২৭)]

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে কয়েকটি বিষয় পরিস্কার হইয়া যাইতেছে। যথা— (ক) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আল্লাহ তায়ালার জন্য ইল্মে গায়েবকে খাস বলিয়া ধারনা করিতেন।

(খ) তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েবকে খোদা প্রদত্ত্ব বলিয়া মানিতেন।

(গ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েবকে খোদা প্রদত্ত্ব নয় বলিলে তিনি তাহাকে কাফের ও মুশরিক বলিয়া জানিতেন। সূতরাং যাহারা বলিয়া থাকে যে, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী, তথা বেরেলবী জামায়াত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মকে আল্লাহ তায়ালার ইল্মের সমতুল্য ধারনা করিয়া থাকে তাহারা মিথ্যাবাদী।

(ঘ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ধারনাটি এত সুন্দর যে, আল্লাহ ও রসুলের শান যথাস্থানে বহাল থাকিতেছে।

(ঙ) ইমাম আহমাদ রেজার ধারনাটি হুবাহু কুরয়ান ও হাদীসের কথা, যাহা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি ইসলামী আক্বীদাহ।

আশরাফ আলী থানুবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব সম্পর্কে বলিয়াছেন — [''তাঁহার পাক যাত বা পবিত্র সত্ত্বার উপর ইল্মে গায়েবের হুকুম করা যদি যায়েদের কথা মত সহী হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় হইল যে, এই 'গায়েব' অর্থ আংশিক গায়েব না সকল গায়েব? যদি কতক গায়বী ইল্ম অর্থ হয়, তাহা হইলে ইহাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিশেষত্ব কি? এমন গায়েবী এল্ম তো যায়েদ ও আমর বরং প্রত্যেক বালক ও পাগল বরং সমস্ত প্রানী ও চতুষ্পদ জন্তুদের জন্যও হাসিল বা সাব্যস্ত আছে''। (হিফজুল ঈমান ৮ পৃষ্ঠা)]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দেওবন্দী দুনিয়া সব সময়ে বলিয়া থাকে যে, বেরেলবীরা থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান' এর ভাষাকে বিকৃত অনুবাদ করিয়া থাকে। এই জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহাদের নির্ভরযোগ্য বাঙ্গালী আলেম মাওলানা আজীজুল হক কাসেমী সাহেবের বই 'অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন' এর ১১৫ পৃষ্ঠা হইতে থানুবী সাহেবের উক্তির অনুবাদটি নকল করিয়া দিলাম।

আরাফ আলী থানুবী সাহেবের লেখনীর ময়দান খুব ছোট নয়। তিনি কম বেশি কয়েক শত কিতাবের লেখক। তন্মধ্যে 'হিফজুল ঈমান' হইল তাহার এক রকম সব চাইতে ছোট পুস্তিকা। এই পুস্তিকাটি মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার হইলেও তিনি ইহারই মাধ্যমে মানুষের কাছে এক দিক দিয়া চিহ্নিত হইয়াছেন। তিনি কলংকিত হইয়াছেন এই ক্ষুদ্র কিতাব খানা লিখিয়া। অখন্ড ভারতের মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে তাহার এই কিতাবকে কেন্দ্র করিয়া। কোর্ট কাছারীতে বড় বড় মুকাদ্দামা মিমাংসা হইয়া যাইতেছে কিন্তু একশত বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে তবু শেষ হইতেছেনা 'হিফজুল ঈমান' এর বিতর্ক। আজ হিফজুল ঈমানের সেই বাক্যগুলি আপনার সামনে আসিয়া গিয়াছে। আপনি আরো একবার বাক্যগুলি পাঠ করিয়া নিন। তারপর নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করতঃ খুব শান্ত মস্তিস্কে চিন্তা করিয়া দেখুন! থানুবী সাহেবের কথায় মহা নবী হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মান সম্মান বহাল রহিয়াছে কিনা।

থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যগুলি ঈমানদারের কাছে আসলেই বিতর্কীত বিষয়। একজন ঈমানদার মানুষ প্রিয় নবীর কোন বিষয়কে পাগল ও পশুর সহিত তুলনা করা মানিয়া নিতে পারেনা। এই কারণে আরব ও অনারবের উলামায় ইসলাম তাহাকে ক্ষমা করেন নাই। শরীয়তের শেষ ফতওয়াটি তাহার উপর প্রয়োগ করিয়াছেন।

যেহেতু 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যগুলি নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে কাহার পক্ষে মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে থানুবী ভক্ত বহু নিরপেক্ষ মানুষ 'হিফজুল ঈমান' এর ঐ বিতর্কীত বাক্যগুলির পরিবর্তন চাহিয়া ছিল। যেমন দেওবন্দী আলেম আজীজুল হক কাসেমী সাহেব লিখিয়াছেন — ''হায়দারাবাদ হইতে হযরত থানুবীর মঙ্গলকামীগন লিখিলেন যে, 'হেফজুল ঈমান' এর ভাষা বদল করিয়া দিলে ভাল হয়''। (অপবাদ ও প্রতিবাদ খন্ডন ১২১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান' এর কারণে যাহা ঘটিয়াছে। যথা — (ক) থানুবী সাহেব দেশে বিদেশে সর্বত্রে সমালোচনায় পড়িয়াছেন।

(খ) 'হিফজুল ঈমান' কে কেন্দ্র করিয়া অখন্ড ভারতে ছোট বড় শত শত বাহাস - বিতর্ক সভা হইয়াছে। যাহাতে মুসলিম সমাজে অস্থিরতা বাড়িয়াছে।

(গ) থানুবী সাহেবের যূগ থেকে আজ পর্যন্ত উলামায় ইসলাম 'হিফজুল ঈমান' কে কেন্দ্র করিয়া একই প্লাটফর্মে আসিতে পারিতেছেন না।

(ঘ) থানুবী সাহেবকে বাঁচাইবার জন্য উলামায় দেওবন্দ ইচ্ছাকৃত 'হিফজুল ঈমান' এর বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। যাহাতে তাহারা নিজেরাই থানুবী সাহেবের অপরাধে অপরাধী হইয়া যাইতেছেন।

(ঙ) 'হিফজুল ঈমান' এর কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি মুসলিম সমাজের বিরাট একটি অংশের ধারনা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

যখন থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে কেন্দ্র করিয়া বিতর্কীত হইয়া গিয়াছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলমানদের মধ্যে একটি ফিৎনার দরওয়াজা খুলিয়া গিয়াছে। কেবল তাই নয়, যখন থানুবী সাহেবের বহু ভক্ত বৃন্দ ঐ বিতর্কীত বাক্যগুলি পরিবর্তন করিবার কথা বলিয়াছেন, তখন তাহার উচিত ছিল যে, কোন প্রকার জিদ না করিয়া নিজে তওবা করতঃ বাক্যকে পরিবর্তন করিয়া দিয়া সমস্ত প্রকার শান্তি স্থাপন করা। তবে এই প্রকার কাজ একমাত্র সৌভাগ্যবানদের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে।

নিজের সম্পর্কে মন্তব্য

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি বলিতেন — [সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যদি আমার হৃৎপিন্ডকে দুই টুকরা করা হইয়া থাকে, তাহাহইলে খোদার কসম করিয়া বলিতেছি — একাংশের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও অপরাংশের উপর 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' লেখা থাকিবে। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা ২১/২২ পৃষ্ঠা)]

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জবান ও কলম সারা জীবন শরীয়ত ও তরীক্বতের পাহাদারী করিয়াছে। আল্লাহ ও রসুলের জন্য জাগাইয়া রাখিয়া ছিলেন তাঁহার জবান ও কলমকে। এই আশিক সাদিকের জবান থেকে জীবনের শেষে ইশ্‌ক ও মুহাব্বাত পূর্ণ কথা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ!

এখন আশরাফ আলী থানুবী সাহেব নিজের সম্পর্কে কি বলিতেছেন তাহা নকল করিয়া দেওয়া হইতেছে —

[থানুবী সাহেব নিজের জীবনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়া ছিলেন, এমনকি আত্ম হত্যা করিবার খেয়াল আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সূতরাং তিনি নিজেই বলিতেন— একবার এক ব্যক্তি সাক্ষাত করিতে আসিয়া ছিল। সেই সময় তাহার নিকটে বুলেট ভরা বন্দুক ছিল। বার বার আমার মনে হইতে ছিল যে, তাহাকে বলিয়া দিব — আল্লাহর জন্য ফায়ার করিয়া আমার অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া দাও। কারণ, আমি ফিরয়াউন ও হামানের থেকেও নিকৃষ্ট। (তালখীস আশরাফুস্ সাওয়ানেহ, পৃষ্ঠা ৪৩)]

উপরের উদ্ধৃতি হইতে কয়েকটি বিষয় জানা যাইতেছে। যথা — (ক) থানুবী সাহেবের ভিতরে চরম অশান্তি বিরাজ করিতেছিল।

(খ) তাহার মধ্যে আত্ম হত্যা করিবার শয়তানী খেয়াল পর্যন্ত আসিয়া গিয়াছিল।

(গ) তিনি নিজেকে ফিরয়াউন ও হামানের থেকেও নিকৃষ্ট বলিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, ফিরয়াউন ও হামানের অপরাধ ছিল হজরত মূসা আলাইহিস্ সালামের দরবারে। কিন্তু থানুবী সাহেবের অপরাধ নবীদিগের সরকার রসুলদিগের তাজদার আল্লাহর আখিরী পয়গম্বর আহমাদে মুজতবা মোহাম্মাদ মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে। নিশ্চয় ফিরয়াউন ও হামানের অপরাধ অপেক্ষা তাহার অপরাধ ছিল জঘন্য। তাই হয়তো আসল কথা তাহার জবান দিয়া প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অনুসুচনায় তাহার কোন কাজ হইবেনা। কারণ, তওবা করা ছিল জরুরী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী
ও
আশরাফ আলী থানুবী
তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সুন্নী জগতে ও আশরাফ আলী থানুবী সাহেব দেওবন্দী দুনিয়ায় বড় মাপের মানুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়া ইহাদিগকে কেমন নজরে দেখিয়াছে তাহা জানিবার প্রয়োজন। কারণ, নিজের মানুষ নিজের হইয়া বলিয়া থাকে। বেরেলবী ও দেওবন্দী দুই জামায়াত ইহাদের সম্পর্কে বহু বই - পুস্তক লিখিয়াছেন যেগুলির হিসাব নিকাস করিবার প্রয়োজনবোধ করিতেছিনা। এখন ইহাদের সম্পর্কে দুনিয়া কি বলিয়াছে তাহা ইতিহাসের আলোকে আনা হইতেছে।

দুনিয়ার নজরে

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী অখন্ড ভারতের একজন প্রসিদ্ধ মানুষ ছিলেন। তবুও তাঁহাকে অনেকেই জানেন না। আবার অনেকেই এমন রহিয়াছেন যে, তাঁহাকে জানেন কিন্তু যথার্থ ভাবে জানেন না। আবার কিছু এমন রহিয়াছেন যাহারা দুশমনদের কাছ থেকে তাঁহাকে জানিয়াছেন। এই জন্য তাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া জানিয়া থাকেন। এই শেষের শ্রেণীর মানুষ যদি নিরপেক্ষ হইয়া জগতের জবান থেকে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে যে পরিমান ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে তাহার থেকে শত সহস্র গুন বেশি উচ্চ ধারণা জন্মিয়া যাইবে। কারণ, ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী এমন এক খোদা প্রদত্ত প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন যে, কেবল হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নয়, বরং মক্কা ও মদীনা শরীফ থেকে আরম্ভ করিয়া রোম, শাম, মিশর ও ইয়াম্মান তথা সমস্ত মুসলিম জাহান তাঁহাকে দিল খুলিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশংসা করিয়াছেন। ভারত ও পাকিস্তানের কেবল দোস্ত নয়, দুশমনের জবান দিয়াও তাঁহার প্রশংসা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার একটি তালিকা প্রদান করা দেওয়া হইতেছে।

মাক্কী উলামায় কিরাম

(১) সাইয়েদ ইসমাঈল ইবনো খলীল।

(২) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ইবনো মোহাম্মাদ বা বুসাইল — শাফয়ী মাযহাবের মুফতী।

(৩) শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনো আব্দুর রহমান সিরাজ — হানাফী মাযহাবের মুফতী।

(৪) শায়েখ মোহাম্মাদ আবিদ — মালেকী মাযহাবের মুফতী।

(৫) শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনো হুমাইদ — হাম্বালী মাযহাবের মুফতী

(৬) শায়েখ মোহাম্মদ সালেহ ইবনো সিদ্দিক কামাল — হানাফী মাযহাবের প্রাক্তন মুফতী।

(৭) শায়েখ আহমাদ আবুল খায়ের ইবনো আব্দুল্লাহ মীরদাদ — মাসজিদে হারামের ইমাম ও খত্বীবদের সরদার।

(৮) শায়েখ মোহাম্মাদ আলী ইবনো শায়েখ সিদ্দিক কামাল — হারাম শরীফের হানাফী মুদার্রিস।

(৯) শায়েখ আব্দুল্লাহ ইবনো মোহাম্মাদ — হারাম শরীফের মুদার্রিস

(১০) শায়েখ উমার ইবনো আবু বাকার বা জুনাইদ — হারাম শরীফের মুদার্রিস।

(১১) শায়েখ মোহাম্মাদ সালেহ ইবনো মোহাম্মাদ বাফযল — হারাম শরীফের শাফয়ী ইমাম।

(১২) আবু হোসাইন মোহাম্মাদ মারযুকী — হারাম শরীফের ইমাম

(১৩) শায়েখ মোহাম্মাদ আলী ইবনো হুসাইন — হারাম শরীফের মালেকী ইমাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৪) শায়েখ মোহাম্মাদ জামাল ইবনো মোহাম্মাদ আমীর ইবনো হুসাইন — মালেকী মাযহাবের মুফতী।

(১৫) শায়েখ আসাদ ইবনো আহমাদ দাহান - হারাম শরীফের মুদার্রিস।

(১৬) শায়েখ আব্দুর রহমান ইবনো আহমাদ দাহান।

(১৭) শায়েখ মোহাম্মাদ ইবনো ইউসুফ খাইয়াত্ব।

(১৮) শায়েখ আত্বিয়া মাহমূদ — হারাম শরীফের মুদার্রিস।

(১৯) শায়েখ মোহাম্মাদ মুখতার ইবনো আত্বারাদুল জাবী- হারাম শরীফ।

(২০) শায়েখ মোহাম্মাদ ইবনো অয়াসী হুসাইন ইদারিসী — হারাম শরীফের ইমাম।

মাদানী উলামায় কিরাম

(১) শায়েখ উসমান ইবনো আব্দুস্ সালাব ইয়াগিস্তানী — মদীনা মুনাওয়ার মুফতী।

(২) শায়েখ আহমাদ জাজায়েরী ইবনো সাইয়েদ আহমাদ মাদানী— মালেকী মাযহাবের মুফতী।

(৩) শায়েখ মোহাম্মাদ তাজুদ্দীন ইবনো মোহাম্মাদ মুস্তফা ইলইয়াস— হানাফী মাযহাবের মুফতী।

(৪) শায়েখ হুসাইন ইবনো আব্দুল ক্বাদের তারাবুলুসী — মাসজিদে নবুবীর মুদার্রিস।

(৫) সাইয়েদ আহমাদ আলাবী ইবনো সাইয়েদ আহমাদ বাফাকীহ হুসাইন আলাবী — শাফয়ী মাযহাবের মুফতী।

(৬) শায়েখ আব্দুল্লাহ নাবলেসী — হাম্বালী।

(৭) শায়েখ মোহাম্মাদ আব্দুল বারী ইবনো সাইয়েদ মোহাম্মাদ আমীন রিদওয়ান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) শায়েখ আব্বাস ইবনো সাইয়েদ মোহাম্মাদ রিদওয়ান।

(৯) শায়েখ আহমাদ ইবনো সাইয়েদ আহমাদ হুসাইয়নী — মালেকী মাযহাবের শায়েখ।

(১০) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ইবনো মোহাম্মাদ আল হাসানিল ইদরিসীল ক্বাদেরী।

(১১) সাইয়েদ আহমাদ আলী হিন্দী রামপুরী মুহাজিরে মাদানী।

(১২) শায়েখ আলী ইবনো আহমাদ।

(১৩) শায়েখ আহমাদ আসয়াদ গীলানী হাসানী হুসাইনী- হাম্মা শরীফ।

(১৪) শায়েখ গোলাম মোহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন ইবনো শায়েখ নুরুল হাসান।

(১৫) শায়েখ আব্দুল ক্বাদের ইবনো সাওদাল ক্বারশী।

(১৬) শায়েখ মোহাম্মাদ আব্দুল ওহ্হাব ইবনো মোহাম্মাদ ইউসুফ নকশাবন্দী খালেদ জিয়ায়ী।

(১৭) শায়েখ মুস্তফা ইবনো তারযী ইবনো গারুব মালেকী।

(১৮) শায়েখ আহমাদ ইবনো মোহাম্মাদ খায়ের আনসারী আব্বাসী

(১৯) শায়েখ মোহাম্মাদ কারীমুল্লাহ মুহাজিরে মাদানী।

(২০) শায়েখ মূসা আলী শামী আযহারী দরদিরী মাদানী।

(২১) শায়েখ মোহাম্মাদ ইয়াকূব ইবনো শায়েখ রজব— মসজিদে নবুবীর মুদার্রিস।

(২২) শায়েখ ইয়াসীন আল খাইয়ারী।

(২৩) শায়েখ মোহাম্মাদ ইয়াসীন ইবনো সাঈদ।

(২৪) শায়েখ আব্দুর রহমান - মসজিদে নবুবীর মুদার্রিস।

(২৫) শায়েখ হুসাইন ইবনো মোহাম্মাদ।

(২৬) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ইবনো মোহাম্মাদ আল হাসানী হোসাইনিল আউলুসীল ক্বাদেরী।

(২৭) শায়েখ মোহাম্মাদ তাওফীক আল আইউবীল আনসারী।

(২৮) শায়েখ আব্দুল ওহ্হাব।

আরব জাহানের আলেমগণ

(১) শায়েখ ইবরাহীম আব্দুল মো'লাস্ সাক্কা — জামে আজহারের মুদার্রিস - মিসর।

(২) শায়েখ আব্দুর রহমান আহমাদ হানাফী — জামে আজহারের মুদার্রিস - মিসর।

(৩) শায়েখ মোহাম্মাদ আজহারী দামেশকী — তুর্কী।

(৪) শায়েখ ইউসুফ ইবনো ইসলামাঈল নাবহানী — বেরূত।

(৫) শায়েখ মাহমূদ ইবনো সিবগাতুল্লাহ — মাদরাসী।

(৬) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ইবনো আব্দুল ক্বাদের - নকশা বন্দী-বাগদাদী।

(৭) শায়েখ আব্দুল হুমাইদ ইবনো মোহাম্মাদ আদীব আত্তার শাফয়ী— দামেশ্কী।

(৮) শায়েখ মোহাম্মাদ এহিয়াল মাকতাবিল হুসাইনী — দামেশ্কী

(৯) শায়েখ ইউসূফ আত্তার — বাগদাদ শরীফ।

(১০) শায়েখ উসমান ক্বাদেরী হায়দারাবাদী — ভারত।

(১১) শায়েখ মোহাম্মাদ আমীন — দামেশ্কী।

(১২) শায়েখ হামদান দীনসী — আলজাজিরা।

উপরে উদ্ধৃতিতে আরব ও অনারবের যে সমস্ত শায়েখ মাশায়েখগণের নাম আসিয়াছে তাঁহারা প্রত্যেকেই ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর খোদা প্রদত্ব প্রতিভার প্রতি আশ্চর্য হইয়া প্রসংশা করিয়াছেন। কারণ, তিনি মক্কা ও মদীনা শরীফে বসিয়া অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবী ভাষায় কয়েকখানা কিতাব লিখিয়া ছিলেন। এই কিতাবগুলির মধ্যে 'আদ্ দাওলাতুল মাক্কীয়া' হইল অন্নতম।

প্রকাশ থাকে যে, এই কিতাবখানা দুই বৈঠকে মাত্র সাড়ে আট ঘন্টা সময়ে সমাপ্ত করিয়া ছিলেন। কিতাবখানা মক্কার গভর্নর শরীফে মক্কার দরবারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হিজাজী উলামায় কিরামদের সামনে পড়িয়া শোনানো হইয়াছিল। প্রত্যেকেই আশ্চর্য হইয়া ছিলেন এবং কিতাবের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হইয়া নিজ নিজ ভাষায় যে অভিমত লিখিয়াছেন সেগুলি শুনিবার মত। ইনশা আল্লাহ তায়ালা যথা সময়ে সেগুলি সামনে আনিবার চেষ্টা করিবো।

কে কি বলিয়াছেন?

আরব ও অনারবের উলামায় কিরাম ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইর প্রসংশায় যে ভাষায় যাহা কিছু বলিয়াছেন সেগুলি সম্পূর্ণ একত্রিত করিলে একখানা সতন্ত্র পুস্তক হইয়া যাইবে। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু আলেমের অভিমত উদ্ধৃত করা হইতেছে।

..... (১) .....

শায়েখ আবদুল্লাহ ইবনো মোহাম্মাদ সাদ্দাকাহু ইবনো যিনী দাহলান জীলানী মাক্কী বলিয়াছেন— সেই পবিত্র সত্বা যিনি ইহার সংকলক (ইমাম আহমাদ রেজা) কে ফজীলত ও কামালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই যুগের জন্য গুপ্ত রাখিয়াছেন (এবং শেষে যথা সময়ে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন) (আদ্‌দাওলাতুল মাক্কীয়া ৩৬ পৃষ্ঠা)

..... (২) .....

শায়েখ মোহাম্মাদ মুখতার ইবনো আত্বারাদুল জাবী মাক্কী; বলিয়াছেন— নিশ্চয় সংকলক (ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী) বর্তমান যুগের মুহাক্কিক্ উলামায় কিরাম দিগের বাদশা। ইঁহার সমস্ত কথা সত্য। ইঁনি যেন আমাদের নবী সালাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুজিজা গুলির মধ্যে একটি মুজিজা। যাহা এই অদ্বিতীয় ইমামের হাতে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করিয়াছেন (অর্থাৎ, আমাদের সর্দার, আমাদের মুনিব, মুহাক্কিক্ উলামায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিরাম দিগের সমাপ্তকারী, আহলে সুন্নাতের সর্দার আমার সর্দার আহমাদ রেজা খান; আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জিন্দেগী থেকে আমাদিগকে উপকৃত করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত বিরোধীদের বিপক্ষে সাহায্য করিয়া থাকেন। (আদ্‌দওলাতুল মাক্কীয়া ৭৩ পৃষ্ঠা)

..... (৩) .....

(৩) শায়েখ আত্বইয়াহ মাহমুদ মাক্কী বলিয়াছেন—

(ক) কত সুন্দর এই সংকলক যিনি আমাদিগকে মূল্যবান মুক্তা ((আদ্‌ওলাতুল মাক্কীয়া) প্রদান করিয়াছেন। নিশ্চয় তাহার আগমন আমাদের সিনাকে প্রসস্ত করিয়া দিয়াছে।

(খ) আহমাদ রেজা এর পবিত্র হাত উচ্চ পর্যায়ের উপহার প্রদান করিয়াছেন, যাহার খুশি ও আনন্দে আত্মাগুলি আনন্দে বাগ বাগ হইয়া গিয়াছে।

(গ) নিশ্চয় উহার জওহারকে মক্কাতে ঢালিয়াছেন। উহা খুব তরু তাজা হইয়াছে যখন উহার প্রকাশ পূর্ণ হইয়াছে।

(ঘ) ইঁনি হইতেছেন এক মহা সম্মানী। সত্য ইহাই যে, ইঁহার লেখাগুলি সোনা দিয়া লিখিবার উপযুক্ত।

(ঙ) নিশ্চয় এই কাজ যাহার চাঁদ আলোকিত, আল্লাহ তায়ালা ও রসুলকে সন্তুষ্ট করিয়াছে।

(চ) ওহে জ্ঞান সন্ধানকারী শীঘ্র মহা মূল্যবান বলিয়া জানো। ইহা হইল ইল্মের উদ্যান। এই উদ্যানের সুগন্ধ দুর দুরান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া রহিয়াছে। (আদ্‌দাওলাতুল মাক্কীয়া ১৪০ পৃষ্ঠা) এই প্রসংশা পত্রটি ছিল পদ্যের মাধ্যমে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

..... (৪) .....

শায়েখ মুস্তফা ইবনো তারযী ইবনো আযুয মাদানী বলিয়াছেন — কামেল মুকাম্মাল উস্তাদ, উপকারী বর্ষনকারী মেঘ; নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদিগকে খুব উপকৃত করিয়াছেন এবং পথ প্রর্দশন করিয়াছেন এবং দেহগুলিকে আলোকিত করিয়াছেন। আর ইহা হইল তাঁহার সম্মানের, তাঁহার উত্তম চরিত্রের, পূর্ণ দক্ষতার, খাঁটি নিয়াতের, পবিত্র স্বভাবের, সুন্দর ও পবিত্র জ্ঞানোবুদ্ধির নিদর্শন। (আদ্‌দাওলাতুল মাক্কীয়াহ ১৪৬/১৪৮ পৃষ্ঠা)

..... (৫) .....

শায়েখ মূসা আলী শামী আযহারী আহমাদী মাদানী আলাইহির রহমাহ বলিয়াছেন — ইমামুল আইম্মাহ (ইমামদিগের ইমাম), ইসলাম জগতের মুজাদ্দিদ, দিল ও ইয়াকীনের শক্তি প্রদানকারী শায়েখ আহমাদ রেজা খান। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে ইহোকাল ও পরোকালে কবূল ও সন্তুষ্টির দরজায় পৌঁছাইয়া দিয়া থাকেন। (আদ্ দাওলাতুল মাক্কীয়া ৪৬২ পৃষ্ঠা)

..... (৬) .....

শায়েখ মোহাম্মাদ তাফিকুল আইউবিল আনসারীল মাদানী বলিয়াছেন— মহাজ্ঞানী সংকলক (আহমাদ রেজা খান) এর নিকট আমি আশা রাখিতেছি যে, তিনি তাঁহার নেক দুয়াতে আমাকেও সামীল করিয়া রাখিবেন। কারণ, তাঁহার দুয়া হইল কবুল হইবার উপযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জীবিত রাখেন। কারণ, তিনি রসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লামের সাচ্ছা প্রেমিক দিগের একজন। (আদ্ দাওলাতুল মাক্কীয়া ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

..... (৭) .....

শায়েখ আহমাদ আবুল খায়ের ইবনো আব্দুল্লাহ মীরদাদ মাক্কী বলিয়াছেন— তিনি হাক্কীক্বাতের ভান্ডার এবং রক্ষিত ভান্ডারের নির্বাচিত, মা'রেফতের সূর্য যাহা দুপুর বেলায় চমকাইয়া থাকে, ইল্মে জাহির ও বাতিনের কঠিনতাকে সহজ কারী। যে ব্যক্তি তাঁহার ইল্ম ও সম্মান সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া যাইবে তাঁহার বলা উচিত যে, অগ্রবর্তীগণ পরবর্তীদের জন্য বহুকিছু ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ..... (হুসামূল হারামাইন ১২৭/১২৮ পৃষ্ঠা)

..... (৮) .....

শায়েখ ইসমাঈল ইবনো সাইয়েদ খলীল বলিয়াছেন — আমি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি এই আমলদার আলেম ও কামেল ফাজেল এবং সম্মান ও গৌরবের মালিক; যাহাকে দেখিয়া এই কথা বলা হইয়া থাকে যে, অগ্রবর্তীগণ পরবর্তীদের জন্য বহু কিছু ছাড়িয়া গিয়াছেন — যামানা ও যুগের অদ্বিতীয় মাওলানা শায়েখ আহমাদ রেজা খানকে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত করিয়াছেন। আর তিনি এই রূপ হইবেন না কেন? মক্কা মুয়াজ্জামায় উলামায় কিরামগণ তাঁহার জন্য এই সমস্ত সম্মানের সাক্ষ প্রদান করিতেছেন। যদি তিনি এই মহা সম্মানের পর্যায় না থাকিতেন, তাহাহইলে মক্কা মুয়াজ্জামার আলেমগণ তাঁহার জন্য এই প্রকার সাক্ষ প্রদান করিতেন না, বরং আমি বলিতেছি — যদি তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে, নিশ্চয় তিনি এই শতাব্দির মুজাদ্দিদ, তাহাহইলে এই কথা সত্য ও হক্ব হইবে। (হুসামুল হারামাইন ১৪০/১৪২ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

..... (৯) .....

শায়েখ আলী ইবনো হুসাইন মালেকী মাক্কী বলিয়াছেন— যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন যে, পরিস্কার আসমানে মা'রেফতের সূর্যের আলোতে আমার অন্তরকে আলোকিত করিয়াছেন। সেই সত্তা যাহার প্রসংশিত কার্য্যাবলী তাঁহার সম্মানকে জগতের বুকে বিকাশ ঘটাইয়াছেন। আর ইহা হইবে না বা কেন? আজ তো তিনি মা'রেফতের মার্কাজ, (তাঁহার অস্তিত্ব) ইসলাম জগতের জন্য ইল্ম ও জ্ঞানে আসমানের নক্ষত্র রাজির বিকাশস্থল, তিনি মুসলমানদের মদদগার, হিদায়েত প্রাপ্তদের হিফাজত কারী, গোমরাহ ও বেদ্বীনদের জবানকে নিজের অকাট্ট দলিলের দ্বারায় উৎখাতকারী ও ঈমানের মিনারাকে উৎতলনকারী হযরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান। (হুসামুল হারামাইন ১৫৮ পৃষ্ঠা)

..... (১০) .....

শায়েখ মোহাম্মাদ কারীমুল্লাহ্ মুহাজিরে মাদানী বলিয়াছেন— আমি কয়েক বৎসর থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে বসবাস করিতেছি। মদীনা শরীযে হিন্দুস্তান থেকে হাজার হাজার জ্ঞানীগণ শুভাগমণ করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে উলামা, সুলাহা ও আতকিয়াগণও থাকেন। আমি দেখিয়াছি তাঁহারা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকেন, কেহ তাহাদের দিকে ঘুরিয়াও তাকায় না। কিন্তু (ইমাম আহমাদ রেজার) শানই সতন্ত্র যে, এখানকার উলামা ও বুজর্গ সবাই তাঁহার দিকে দলে দলে চলিয়া আসিতেছেন এবং তাহাকে প্রথমে সম্মান করিবার জন্য একে অন্যের আগে যাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহা হইল আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করিয়া থাকেন। (আল্ ইজাজাতুল মাতীনা ৭ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

..... (১১) .....

শায়েখ আব্দুর রহমান দাহান মাক্কী বলিয়াছেন — মক্কা মুয়াজ্জামার উলামায় কিরাম যাহার জন্য সাক্ষ প্রদান করিতেছেন তিনি হইতেছেন যুগের অদ্বিতীয় ইমাম ও সর্দার, আমার সর্দার আমার আশ্রয়স্থল শায়েখ আহমাদ রেজা খান বেরেলবী। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ও সমস্ত মুসলমানকে তাঁহার জীবন থেকে উপকৃত করিয়া থাকেন এবং আমাকে তাঁহার চলনে চলিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহার চলন হইল হুজুর মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চলন। (হুসামুল হারা মাইন ১৭৬ পৃষ্ঠা)

..... (১২) .....

শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ইবনো মোহাম্মাদ ইয়ামীন মাক্কী মুদার্রিস বলিয়াছেন — নিশ্চয় ইঁনি আল্লাহ তায়ালার বড় বড় নিয়ামতগুলির মধ্যে একটি নিয়ামত। যাহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা শায়েখ, ইমাম, উচ্চ সাহসের সমূদ্র, জগতের বর্কাত ও রহমাত, সম্মানী বুজর্গদিগের ইয়াদগার কামেল বান্দাদের ও জাহেদ ইমামদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ আহমাদ রেজা খান) কে প্রেরণ করিয়াছেন। (হুসামুল হারামাইন ১৯২ পৃষ্ঠা)

বিশেষ জ্ঞিপ্তি

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে কেবল মাত্র বারজন মাক্কী ও মাদানী শায়েখের যে অভিমতগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলির মধ্যে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে বলা হইয়াছে — (ক) খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন — মুহাক্কিক উলামায় কিরামদিগের সমাপ্তকারী (খ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মু'জিজা (গ) ইমামুল আইম্মাহ — ইমামদিগের ইমাম (ঘ) বর্তমান যুগের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাদ্দিদ (ঙ) শামসুল মায়ারিফ — মা'রেফাতের সূর্য (চ) কাঞ্জদ্ দাক্বায়েক্ব— সূক্ষ্মতত্ত্বের ভান্ডার (ছ) ফরীদ্ দাহার — যুগের অদ্বিতীয় (জ) আল্লাহ তায়ালার একটি অন্নতম নিয়ামত (ঝ) উস্তাজুল কামেল (ঞ) বার্কাতুল আনাম — সমস্ত জগতের জন্য বর্কাত ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সম্পর্কে তাঁহার সমর্থক কোন হিন্দুস্তানী আলেম ইতিপূর্বে এই ধরনের ভাষায় তাঁহাকে প্রসংশা করেন নাই।

হিন্দুস্তানী ও পাকিস্তানী

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সম্পর্কে অখন্ড ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিগণের একাংশের অভিমত উদ্ধৃত করা হইতেছে। যাহাদের মধ্যে মহা কবি ইকবাল থেকে আরম্ভ করিয়া আশরাফ আলী থানুবী পর্যন্ত দেখা যাইবে। আরো দেখা যাইবে তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস সাহেব ও জামায়াতে ইলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আ'লা মাওদূদী সাহেবকে। ইহা হইল আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ।

..... (১) .....

মহা কবি ডক্টর ইকবাল

লাহোর এর বায়তুল কুরয়ানের সেক্রেটারী ও আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর সাইয়েদ আবিদ আহমাদ আলী লিখিয়াছেন — সম্ভবতঃ ১৯৩৯ সালের কথা, আল্লামা ইকবাল মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে উপস্থিত ছিলেন এবং আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে মাওলানা আহমাদ রেজা বেরেলবীর কথা চলিয়া আসিয়া গেল। আল্লামা ইকবাল মাওলানা আহমাদ রেজা বেরেলবীর প্রসংশা করিতে গিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়াছেন। হিন্দুস্তানের শেষ প্রীয়ডে তাঁহার মত অসাধারণ বুদ্ধিমান ফক্বীহ পয়দা হয় নাই। আমি তাঁহার ফতওয়াগুলি পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্ত কায়েম করিয়াছি যে, তাঁহার ফতওয়া হইল তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানো বুদ্ধির ও ইল্মে ফিক্বাহ এবং দ্বীনি ইল্মের সমূদ্র হইবার প্রমান। মাওলানা একবার যে রায় কায়েম করিয়া থাকেন তাহার উপর অটল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। নিশ্চয় তিনি গভীর চিন্তা ভাবনার পরে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণে তাঁহার শরীয়তের কোন ফায়সালাতে ও ফতওয়াতে কোন সময় পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

অধ্যাপক আবিদ আহমাদ আলী সাহেবের এই বিবরণ ১৯৭৯ সালে করাচির সাপ্তাহিক 'উফক্ব' পত্রিকা ২৩-২৮ তারিখের সংখ্যায় ফটো কপির সাথে প্রকাশ করিয়াছেন।

..... (২) .....

স্যার ডক্টর যিয়াউদ্দীন

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সালার স্যার ডক্টর যিয়াউদ্দীন মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান আশরাফীর মাধ্যমে বেরেলী পৌঁছিয়া রিয়াজী বিদ্যায় একটি জটিল বিষয়ে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর নিকট হইতে ফায়সালা করিয়া নিয়াছিলেন। আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জীবনের উপর লেখা অনেকগুলি কিতাবে এই ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে লেখা রহিয়াছে। ডক্টর যিয়াউদ্দীন বলিয়াছেন — "আমি শুনিতাম যে, ইল্মে লাদুন্নি বলিয়া কোন জিনিষ রহিয়াছে। আজ আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া নিলাম। আমি এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য জার্মানী যাইবার ইচ্ছা করিয়া ছিলাম। হঠাৎ আমাদের প্রফেসার সাইয়েদ সুলাইমান আশরাফ সাহেব আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমি উপস্থিত হইয়া গিয়াছি। আমার এই রূপ মনে হইতেছে যে, যেন তিনি এই মসলাটি কিতাবে দেখিতে ছিলেন"। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১১২/ ১১৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

..... (৩) .....

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলিয়াছেন — "মাওলানা আহমাদ রেজা খান একজন সাচ্চা আশেকে রসুল ছিলেন"। (তাহক্বীক্বাত ১৩৪ পৃষ্ঠা)

..... (৪) .....

আবুল হাসান আলী নদবী

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী বলিয়াছেন — মক্কা ও মদীনার আলেমদের সহিত কিছু ফিক্বহী ও কালামী মসলা সম্পর্কে আলোচনা ও মত বিনিময় করিয়াছেন। মক্কা ও মদীনা শরীফে অবস্থান কালে তিনি কিছু কিতাব লিখিয়াছেন এবং মসজিদে হারাম ও মসজিদে নবুবীর আলেমদের নিকট আগত প্রশ্নাবলীর জবাব দিয়াছেন। তাহারা তাঁহার অগাধ ইল্ম, ইল্মে ফিকহার উদ্ধৃতি, মতভেদী মসলায় সুক্ষ্ম দৃষ্টি, বিস্তীর্ণ জ্ঞান, দ্রুত লেখা ও অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছেন। হানাফী ফিকহা ও উহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মসলা জ্ঞাত থাকিবার দিক দিয়া এই যূগে তাঁহার নযীর পাওয়া যায়না। (নুযহাতুল খাওয়াতির খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ৪১)

..... (৫) .....

আশরাফ আলী থানুবী

মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব বলিতেন — যদি আমি মাওলানা আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর পিছনে নামাজ পড়িবার সুযোগ পাইতাম, তাহাহইলে আমি পড়িয়া নিতাম। (উসওয়ায় আকাবির দেওবন্দে ছাপা ১৮ পৃষ্ঠা, সংগৃহিত 'মাহে নূর' মাসিক পত্রিকা, দিল্লী হইতে ছাপা, এপ্রিল সংখ্যা, ২০০৭, পৃষ্ঠা ৩৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

থানুবী সাহেব আরো বলিয়াছেন — আমার অন্তরে আহমাদ রেজার সীমাহীন সম্মান রহিয়াছে। তিনি আমাকে কাফের বলিয়া থাকেন কিন্তু ইশ্‌কে রসুলের (রসুল প্রেমের) ভিত্তিতে বলিয়া থাকেন! (আ'লা হজরত কা ফিকহী মাকাম, লেখক মাওলানা আখতার শাজাহান পুরী, লাহোর ছাপা — ১৯৭১ সাল)

..... (৬) .....

মাওলানা মোহাম্মাদ ইলিয়াস

তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মালানা ইলিয়াস সাহেব বলিতেন— যদি কাহার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুহাব্বাত শিখিতে হয়, তাহাহইলে মাওলানা বেবেলবীর কাছ থেকে শিখিতে হইবে। (ফাজেলে বেরেলবী আওর তারকে মাওয়ালাত, সংগৃহীত 'মাহে নূর' মাসিক পত্রিকা, এপ্রিল সংখ্যা, ৩৮ পৃষ্ঠা, ২০০৭ সাল)

..... (৭) .....

আবুল আ'লা মাওদূদী

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওদূদী সাহেব বলিয়াছেন — আমার অন্তরে মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেবের বিদ্যা ও বুদ্ধির বড়ই সম্মান রহিয়াছে। আর বাস্তবে তিনি দ্বীনের ইল্মে বিস্তীর্ণ নজর রাখিতেন। আর তাঁহার বিরোধীরাও পর্যন্ত তাঁহার বুজর্গী স্বীকার করিতেন। (মাকালাতে ইয়াওমে রেজা, দ্বিতীয় খন্ড ৪ পৃষ্ঠা, লাহোর ছাপা)

মাওদূদী সাহেব আরো বলিয়াছেন — আমার নজরে মাওলানা আহমাদ রেজা খান মারহুম মাগফুর দ্বীনী ইল্ম ও প্রতিভা সম্পন্ন এবং মুসলমাদের একটি বড় জামায়াতের মহা মান্য নেতা ছিলেন। যদিও তাঁহার কিছু ফাতাওয়া ও মতের সহিত আমার দ্বিমত রহিয়াছে কিন্তু আমি তাঁহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বীনী খিদমাতকে স্বীকার করিয়া থাকি। (ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার, আল মিযান, মাসিক পত্রিকা, বোম্বাই ছাপা ১৯৭৬ সাল ১১৬ পৃষ্ঠা)

..... (৮) .....

মাওলানা মালেক গোলাম আলী

আবুল আ'লা মাওদূদী সাহেবের প্রতিনিধি মাওলানা গোলাম আলী সাহেব বলিয়াছেন — আসল কথা হইল যে, মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত আমরা কঠিন ভুলের মধ্যে রহিয়াছি। তাঁহার কিছু কিতাব ও ফাতাওয়া পাঠ করিবার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানের গভীরতা ছিল তাহা খুবই কম আলেমদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং আল্লাহ ও রসুলের মুহাব্বাত তাঁহার কিতাবের প্রতিটি লাইন লাইন থেকে প্রকাশ পাইয়া থাকে। (শিহাব, সাপ্তাহিক পত্রিকা, লাহোর ছাপা ২০শে নভেম্বর ১৯৬২ সাল)

..... (৯) .....

ডক্টর নাসীর আহমাদ নাসির

ভাওয়ালপুর ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভাইস চান্সালার ডক্টর নাসীর আহমাদ নাসির বলিয়াছেন — হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর ব্যক্তিত্ব মহান এবং তাঁহার বিদ্যার বহরও উচ্চ পর্যায়ের। তিনি নিঃসন্দেহে একজন উচ্চ পর্য্যায়ের মহান ব্যক্তি ছিলেন। (খায়াবানে রেজা, ১১৫ পৃষ্ঠা, লাহোর ছাপা, সংগৃহীত 'মাহে নূর' ৪০ পৃষ্ঠা, এপ্রিল — ২০০৭)

pdf By Syed Mostafa Sakib

..... (১০) .....

প্রফেসার কার্রার হোসাইন

বেলুচিস্তান ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চান্সালার প্রফেসার কার্রার হুসাইন বলিয়াছেন — 'আমি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতি এই জন্য আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে, তিনি ইল্মে ও আমলে ইশ্কে রসুলকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। যাহা ছাড়া সমস্ত দ্বীন হইল একটি নিষ্প্রাণ দেহ। (খায়াবানে রেজা ৮৫ পৃষ্ঠা — লাহোর ছাপা)

..... (১১) .....

প্রফেসার মোহাম্মাদ ত্বাহির ফারূকী

পেশ্ওয়ার ইউনিভার্সিটির উর্দু বিভাগের প্রধান প্রফেসার মোহাম্মাদ ত্বাহির ফারূকী বলিয়াছেন — আ'লা হজরত ইশ্কে রসুলে ডুবিয়া ছিলেন এবং সেই উত্তেজনা তাঁহার কবিতা পাঠের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। (খায়াবানে রেজা, ৯৬ পৃষ্ঠা)

..... (১২) .....

ডক্টর ইশ্তিয়াক হুসাইন কুরাইশী

করাচি ইউনিভার্সিটির ভাইস্ চানসালার ডক্টর ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশী বলিয়াছেন — দ্বীনী বিদ্যাগুলিতে তাঁহার যে পারদর্শিতা ছিল তাহা সেই যূগে ছিল নযীরহীন। অন্য বিদ্যগুলিতেও তাঁহার পূর্ণ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার দিল যেহেতু ইশ্কে রসুলে কাবাব হইয়া ছিল। এই কারনে কবিতার মধ্যে মুহাব্বাত ও জ্বলন ছিল যাহা গভীর আন্তরিকতা ছাড়া পয়দা হইয়া থাকেনা। (খায়াবানে রেজা ৪৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এ পর্যন্ত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সম্পর্কে যাহাদের অভিমত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিরপেক্ষ। যেমন মহাকবি ইকবাল, ডক্টর যিয়াউদ্দীন ও আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। কিন্তু আশরাফ আলী থানুবী, আবুল হাসান নদবী, আবুল আ'লা মাওদূদী ও মাওলানা ইলিয়াস সাহেব; ইহাদের মধ্যে কেহ নিরপেক্ষ ছিলেন না, বরং ইহারা প্রত্যেকেই ছিলেন ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর বিপক্ষের মানুষ। ইহারা প্রত্যেকেই ছিলেন গোমরাহ ও গোমরাহ জামায়াতের নেতা। ইহারা প্রত্যেকেই আ'লা হজরত বেরেলবীকে নিজেদের গোমরাহী পথের কাঁটা বলিয়া মনে করিতেন। তবুও তাঁহাকে প্রসমশা করিয়াছেন। ইহা আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে!

বঙ্গের বিখ্যাত আলেম

এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা রূহুল আমিন সাহেব বলিয়াছেন ——

প্রশ্ন — মৌলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব কেমন আলেম ছিলেন, তাঁহার মাদ্রাসাতে পড়া কি?

উত্তর — তিনি অদ্বিতীয় আলেম ছিলেন ..... তাঁহার শাগরেদগনের মধ্যে বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেম আছেন। তাঁহারা খাঁটি সুন্নি ছিলেন। (মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া চতুর্থ ভাগ ৫১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মাওলানা রূহুল আমীন সাহেবের অভিমত অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ে লক্ষনীয়। যথা —— (ক) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি অদ্বিতীয় আলেম (খ) বেরেলবী জামায়াত খাঁটি আহলে সুন্নাত (গ) বেরেলীর মাদ্রাসায় অথবা বেরেলবীদের মাদ্রাসায় পড়া রূহুল আমীন সাহেবের ভক্তদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য জায়েজ। বর্তমানে যে সমস্ত ফুরফুরা পন্থী আলেম ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিতেছেন এবং বেরেলবী জামায়াতকে বেদয়াতী জামায়াত বলিয়া প্রচার করিতেছেন তাহারা নিশ্চয় গোমরাহ। কারণ, খাঁটি সুন্নীদিগকে বেদয়াতী বলা গোমরাহী। আর সাধারণ ফুরফুরা পন্থীদের মধ্যে যাহারা বেরেলবীদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষন করিয়া থাকেন, তাহাদের উচিত – বেরেলবীদের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা। অন্যথায় আম খাস নির্বিশেষে সবাই একই তালিকাভূক্ত হইয়া যাইবে।

থানুবী সাহেব সম্পর্কে

আশরাফ আলী থানুবী সাহেব সম্পর্কে দেওবন্দী দুনিয়া যাহাই বলুক না কেন, দুনিয়া কি বলিয়াছে তাহা জানিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। আরব থেকে আরম্ভ করিয়া ভারত পর্যন্ত উলামায় ইসলাম তাহাকে এক কথায় গোমরাহ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। আরবের উলামায় কিরাম থানুবী সাহেবকে যে গোমরাহ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত ভাবে জানিতে হইলে 'হুসামুল হারামাইন' পাঠ করিবার প্রয়োজন। অনুরূপ ভারতের উলামায় কিরাম যে তাহাকে গোমরাহ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন তাহা বিস্তারিতভাবে জানিতে হইলে 'আস্ সাওয়া রিমুল হিন্দীয়া' পাঠ করিবার প্রয়োজন।

মাওলানা রূহুল আমিন

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী সম্পর্কে মাওলানা রূহুল আমিন সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখন আশরাফ আলী থানুবী সম্পর্কে তিনি কি বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে।

রুহুল আমিন সাহেব 'কিশোর গঞ্জে কেয়ামের বাহাছ' এর ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —— [মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী ছাহেব হেফজোল ঈমান কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —— ..... "নবি (ছাঃ) এর গায়েব

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানার অর্থ কতক গায়েব, কিম্বা সমস্ত গায়েব, যদি কতক এলমে গায়েব অর্থ হয়, তবে নবি (ছাঃ) এর বিশেষত্ব কি আছে? এইরূপ এলমে গায়েব জয়েদ, ওমার বরং বালক, উন্মাদ, বরং সমস্ত পশু ও চতুস্পদের আছে। আর যদি সমস্ত এলমে গায়েব অর্থ হয়, তবে ইহার বাতিল হওয়া নকলি ও আকলি দলীল কর্ত্তৃক সপ্রমান হইয়াছে।

এস্থলে মাওলানা থানুবী ছাহেব জয়েদ, ওমার, বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুস্পদের এলমের সহিত হজরতের এলমের তুলনা দিলেন, আল্লাহ তায়ালার অহি, এলম ও কাশ্‌ফ কর্ত্তৃক যাহাকে সমস্ত আছমান, জমি, ভূত, ভবিষ্যতের, প্রচীন ও পরবর্তীদিগের এলমে গায়েব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার ইল্মের সহিত উন্মাদ ও পশুকুলের এলমের তুলনা দেওয়ায় তাঁহার অবজ্ঞা ও অবমাননা করা হইল কিনা? এজন্য হিন্দুস্তানের আলেমগণ তাঁহার উপর যে ফতওয়া দিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।]

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠায় দেওবন্দীদের সম্পর্কে শেষ মন্তব্যে লিখিয়াছেন —— ["গাঙ্গুহী মাওলানা সাহেব কেয়াম করা কৃষ্ণের 'সং' বলিলেন। থানুবী মাওলানা সাহেব উন্মাদ, বালক ও চতুস্পদ পশুর এলমের সহিত হজতের এলমের তুলনা দিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের কেতাবের সমস্ত কথা কি মুছলমানগণ মানিতে পারেন? কখনই না"।]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব ছিলেন ফুরফুরা পন্থীদের বড় আলেম। তাহার প্রতি এই পন্থীর লোকেরা অত্যন্ত নির্ভরশীল। সূতরাং তাহারা যেন থানুবী সাহেব সম্পর্কে এই মুহূর্তে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

(খ) রুহুল আমীন সাহেবের কথা অনুযায়ী স্পষ্ট প্রমান হইতেছে যে,থানুবী সাহেব তাহার 'হিফজুল ঈমান' পুস্তিকায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র ইল্মে গায়েবকে জানোয়ারের জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গ) থানুবী সাহেবের প্রতি উলামায় ইসলাম যে ফতওয়া দিয়াছেন তাহা ভিত্তিহীন নয়। সূতরাং 'হুসামুল হারামাইন' ও 'আস্ সাওয়া রিমুল হিন্দিয়া' নামক কিতাবগুলি সঠিক ও সত্য।

(ঘ) বহুকাল থেকে দেওবন্দীরা বলিয়া আসিতেছে যে, থানুবী সাহেবের 'হিফজুল ঈমান' এর বাক্যকে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী বিকৃত অনুবাদ করতঃ আরবের আলেমদের নিকট থেকে থানুবী সাহেবের বিপক্ষে ফতওয়া সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। যে সমস্ত ফুরফুরা পন্থী মানুষ দেওবন্দীদের এই অপপ্রচারে বিশ্বাসী; তাহারা যেন আজ তাহাদের বিশ্বস্ত আলেম মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব কর্ত্তৃক 'হিফজুল ঈমান' এর অনুবাদটি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর অনুবাদের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া নেন।

(ঙ) মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব কেবল আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের সম্পর্কে বলেন নাই, বরং দেওবন্দের কয়েকজন বড় বড় আলেমদের গোমরাহীর কথা উল্লেখ করিবার পর বলিয়াছেন যে, মুসলমানেরা তাহাদের কিতাবের সব কথা মানিতে পারেন না। কিন্তু আজ ফুরফুরা পন্থীদের বিরাট একটি অংশ কেবল দেওবন্দী ঘেঁষা নয়, বরং সরাসরি দেওবন্দী হইয়া গিয়াছেন। এমন কি পীর খান্দানের বড় অংশটি থানুবী ভক্ত হইয়া গিয়াছেন। বলাই বাহুল্য ফুরফুরার বড় হুজুরের বড় সাহেবজাদা আনসার সাহেব অনেক জালসাতে প্রকাশ্যে বলিয়াছেন — আমি থানুবী সাহেবের জূতা মাথায় নিয়া অয়াজ করিব — লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ! কি গোমরাহী!!!

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১। কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
২। মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম
৩। সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
৪। সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
৫। দুয়ায় মুস্তফা
৬। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
৭। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
৮। সেই মহানায়ক কে ?
৯। কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
১০। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
১১। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (প্রথম খন্ড)
১২। 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (দ্বিতীয় খন্ড).
১৩। 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
১৪। মাসায়েলে কুরবানী
১৫। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
১৬। নারীদের প্রতি এক কলম
১৭। সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
১৮। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
১৯। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা— তিনটি সংখ্যা
২০। তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
২১। নফল ও নিয়্যাত
২২। দাফনের পূর্বাপর
২৩। 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
২৪। বালাকোটে কাল্পনিক কবর
২৫। ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ
২৬। ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
২৭। দাফনের পরে

Pdf By Syed Mostafa Sakib